সীতাবিলাপ লহরী।

শ্রীগোপালচন্দ্র চূড়ামণি

প্রণীত।

ফ্রিচর্চ ইনিষ্টিটিউসনের কলেজ ডিপার্টমেন্টের ছাত্র

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চৌধুরির বিশেষ

সাহায্য ও [illegible] আনুকূল্যে

কলিকাতা।

শ্রীনৃত্যলাল শীলের

জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত

শকাব্দাঃ ১৭৭৮।

এই পুস্তক কলিকাতার নিমতলা [illegible] সাহেবের [illegible] অন্বেষণ করিলে পাওয়া যাইতে পারে অথবা শোভাবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের [illegible] নম্বর বাটীতে অনুসন্ধান করিলেও লব্ধ হইতে পারে।

মূল্য ৷০ টাকা মাত্র।

উপস্থিত হইলে অম্বর যেমত পর্য্যাকুল হইয়া বিলাপ বাক্য উক্ত হয় এবং ঐ স্থানে যেমত বিলাপ করা সম্ভব, তদ্বিষয়ানুগামি নানাচ্ছন্দে রচিত হইয়াছে সংপ্রতি সীতা নাম লহরি এক্ষণে সমাজে পরিগৃহীত হইলে শ্রম সার্থক বোধ করি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাঁ।

ভূমিকা।

সূর্য্যবংশে শ্রীরামচন্দ্র নামে একজন পুরুষরত্ন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয়ভার্য্যার জনাপবাদ কর্ণে নিতান্ত দুঃখী হইয়া প্রতীকারমানসে ভার্য্যাকে বনবাস দেন। ঐ বনে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। তিনি গর্ভসম্পন্না অসহায় শূন্য বনে ইতস্তত ভ্রমণ করত রাম দয়িতাকে খিদ্যমানা দেখিয়া আপনার আবাসে লইয়া গেলেন। রাজনন্দিনী গর্ভবতী ছিলেন, সময়ক্রমে তথায় মহর্ষির আশ্রমে লবকুশ নামে দুইটি সন্তান প্রসব করিলেন। কিয়ৎকাল বিলম্বে মহারাজ রামচন্দ্র দয়িতাবিরহবেদনায় বিধুর হইলে মুনিবর শ্রীরামের পত্নীর অদর্শনজনিত দুঃখউন্মোচন করিবার মানসে সপুত্রা-সীতাকে লইয়া রামের হস্তে সমর্পণ করিতে অযো-ধ্যায় চলিলেন। ঐ সময়ে মহারাজ কোন যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন, মহর্ষির সমাগমে পরম আপ্যায়িত হইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, অর্ঘ্যাসনবন্দনদ্বারা তাঁহাকে যথোচিতসৎকার করিলেন। ক্ষণকালবিশ্রাম করিয়া সীতা-পরিগ্রহের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে শ্রীরাম সর্ব্বসমক্ষে ভার্য্যাকে পরীক্ষা দিতে আদেশ করেন, সীতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে স্বামী আমার পাতিব্রত্যধর্ম্ম বিশিষ্ট রূপে জানেন তথাপি পুনর্ব্বার পরীক্ষা লইতে এমত ব্যগ্র

কেন হয়েন এবং ভূয়োভূয়ঃ আমাকে যাতনাই বা কেন দেন। দূর হউক আর এ প্রাণ রাখা আবশ্যক করে না। সর্ব্বসাক্ষাৎকারে দেহান্তরূপ পরীক্ষা দিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করি। অনন্তর দুঃখায়মানা সীতার পরিবেদিত বচনে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় তেজ সমুদ্ভূত হইল। অনুপমরূপা সীতা ঐ তেজোরাশির মধ্যে দেহনিক্ষেপ করিয়া অদৃশ্যা হইলেন। কেহই দেখিতে পাইল না। সীতার শোকে শ্রীরামের ও নাগ-রিকজনগণের রোদনধ্বনিতে অযোধ্যানগর আকুল হইয়া উঠিল। মহর্ষি বাল্মীকি কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া তৎকালে শোকাপনোদক বাক্যে শ্রীরামকে সান্ত্বনা করত তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে ভাগীরথীর পরপারে তপোবনের অনতিদূরসন্নিহিত একটি নির্জ্জন অব-লম্বন করিয়া সীতার স্নেহ, সুবুদ্ধি ও বিয়োগজনিত শোকে অধীর হইয়া বক্ষ্যমাণপ্রকার বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত

হা সীতে, হা, মন্দভাগিনি, হা, দুঃখ, চিরদুঃখিনি, হা, সরলশীলে, পরিণামে তোমার এই হইল। হা, অনিন্দিতে হা, ললনাললামভূতে আজন্ম দুঃখই কেবল বহন করিলে। হা, পতিবৎসলে, হা, সুলোচনে তোমার নিরতিশয় কোমলবাসন্তীকুসুমসুকুমারবপু কেবল দুঃখভার বহন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। হা, অলোকসা-মান্যে হা, সুধাসমভাষিণি বরাঙ্গি ত্রিলোকবিলোভনীয় তোমার সুচারু মুখমণ্ডল কেমন করিয়া ভুলিতে পারি। হায়, তোমার মনোহরপয়োধরের পীবরতাপ্রযুক্ত মন্থর গতি অদ্যাপি আমার নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিতেছে। হা, চকিতহরিণীনয়নে কেমন করিয়া তোমার বিরহে

প্রাণধারণ করিতে পারি। হা, সখি হা, পতিপ্রাণে তোমার অধিষ্ঠানে এই তপোবন উপবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, তোমার তনুলতার প্রভায় তিমিরময় উটজ আলোকময় হইত হায়, সেই সকল সংপ্রতি বচনমাত্র অবস্থিত হইল। হা, সাধুশীলে তুমি অনতিবৃহৎ সেচন কলসে যে সকল তরুবল্লীদিগকে সস্নেহে সলিলসন্তরণ করিতে, এবং যে সকল পুষ্পস্তবক কোমল করে অবলম্বন করিয়া শ্রবণপুটে বিন্যাসকরিতে, এখন তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব বল দেখি। আমি আশ্রমে গত মাত্রই ত তাহারা প্রফুল্লকুসুমময়লোচনে সতৃষ্ণবীক্ষণ করিতে থাকিবে। তুমি যে সকল হরিণ শাবকদিগকে স্বভুজাহৃত নবনবতৃর্ব্বাদলকবল সাদরে প্রদান করিতে সংপ্রতি সেই সকল মৃগকুল তোমার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া বনেবনে অন্বেষণকরিয়া ফিরিতেছে। হা, সুচারুচরিতে যে সকল মনস্বি তপস্বিগণ তোমার বপুঃ সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য রূপলাবণ্যের মাধুর্য্য পর্য্যবীক্ষণ করিয়া আনন্দাশ্রুপ্রবাহে নিমগ্ন হইতেন সংপ্রতি সেই অশ্রু দুঃখসহকারে তাঁহাদের অজস্র উরঃস্থল প্লাবিত করিতেছে। হা, প্রকৃতিপ্রবরে তোমার পরীতাপ শুনিয়া কাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার না হইয়া ছিল, সুন্দর বদনেন্দু বিলোকনে কাহার চিত্তে শোক না উপস্থিত হইয়াছিল। হা, তপোবন তুমি তাদৃশী সৌভাগ্যলক্ষ্মী কি আর পাইবে, হা, তপস্বিগণ তোমরা তাদৃশী মূর্ত্তিমতী বনদেবতার সন্দর্শনে নয়নধারণের সাফল্য আর কি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, হা, রে, মৃগীসকল তোরা তাদৃশী মৃগাদৃশীর নয়নের ঔপম্য আর কি লাভ করিতে পাইবি, হা, শাখিলতে, তোদের নবীনকিশলয়দলগুলি নকে আর কে সস্নেহে সতৃষ্ণনয়নে দর্শন করিবে,

হা, তরুতল, তোরা ছায়া প্রধানতার সার্থকতা আর কি পাইবি, তোদের কাণ্ডরূপ হৃদয় এখন বিদীর্ণ হইয়া যায় নাই; তাদৃশী অরণ্যদেবতার স্বরূপিণীর অদর্শন জনিতবিরহে শাখারূপভুজযুগল অদ্যাপি অবসন্ন হয় নাই, হা কুল্য, তোরা আর তাহার সুচারুঅঙ্ঘ্রিযুগল প্রক্ষালন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিবি, হা, লতে, তোদের তাদৃশ নয়নমনোহারিণী কুসুমকলিকা কোথায়, যে সকল কোরককুল মদিরাক্ষীর স্তনযুগের তুলা অধি- রোহণ করিত। হায় তাহারাও না কি বিদীর্ণধরাধামে সুমধ্যমার সহিত শোভনীয়াকান্তি গোপন করিয়াছে। হা, বৎসে তুমি যখন আর গমন করিতে পারিলে না গর্ব্ভভরে তনুলতাক্রমে অবসন্না হইতে লাগিল, চরণযুগল কুশাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল, নয়নযুগল অশ্রুপ্র- পাতে আকুল হইয়া উঠিল, আমাকে পিতৃ সম্বোধন পুর্ব্বক কিছু বলিতে ইচ্ছাবতী হইলে, কিন্তু দুঃখনির্ভরহেতু কণ্ঠাব- রোধ হওয়াতে মনের কথা ব্যক্ত করিতে সমর্থা হইলে না এবং ক্ষণেক্ষণে সংজ্ঞাশূন্যা হইতে লাগিলে, বৎসে সেই সকলকথা সংপ্রতি আমার চেতোবিদারণ করি- তেছে। হা, তাপসগণ তোমারা এখন কোথায় রহিলে, বনদেবী বলিয়া যাঁহার পাদারবিন্দ বন্দন করিতে নিয়ত গতায়াত করিতে সেই সতীতরার সংপ্রতি কি দশা উপস্থিত হইয়াছে একবার দেখিয়া আইস, হা, ধরত্রী তুমি কি স্বসুতার ভারধারণে কাতর হইয়া আত্মসাৎ করিলে এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে মহর্ষিবাল্মীকি মুর্চ্ছাসহ ভুমিতে পতিত হইলেন।

একটি মুনিতনয় অনতিদূর হইতেমুনিবরের ঐ অবস্থা সন্দর্শনকরিয়া সন্নিকৃষ্ট হইলেন এবং সমীপস্থ নির্ঝর হইতে নীর আহরণ করিয়া তপোধনের পরিম্লান-

বদনকমল প্রক্ষালন পূর্ব্বক চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। বাল্মীকি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার হা, সীতে২ হা, ত্রিভুবনমোহিনি হা, বরাননে হা, অকপটহৃদয়ে হা, শিখরদশনে হা, লাবণ্যময়ি তোমার এই কি পরিণাম২ বলিতে২ তত্রত্য ভূভাগকে নয়নসলিলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

ঋষিকুমার মুনির এতাদৃশ অভাবনীয় অবিতর্কনীয় আকস্মিক উপস্থিত ভাবভাবের মর্ম্মবুঝিতে বিমূঢ় হই লেন। প্রফুল্লকদম্বকুসুমাকৃতিকলেবর, স্তবগাহগম্ভীরস্বভাব রক্তর্গিরিঃস্কৃত শারীরিকপ্রভাপুঞ্জ, সম্মুখে দাঁড়াইতে অন্তরে ভয় উপস্থিত হয় তাহাতে শোকাগ্নিশিখা লোমকূপ হইতে উদ্গত হইতেছে, মুনিসূনু সম্মুখীন হইয়া বৃত্তান্ত সুধাইতে সশঙ্ক হইলেন কথঞ্চিৎ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সম্বিতাক্ষরপদবিন্যাসপূর্ব্বক সবিনয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে পূজ্যপাদ, ঋষে আপনকার এতাদৃশ শোক ও মোহের কারণ অবধারণ করিতে এজন নিতান্ত বিমোহিত, দয়াকরিয়া শোকবৃত্তান্তবর্ণনে মনোনীত করুন আমার চিত্তমীন অপার সংশয়সাগরে অবগাহন করি তেছে। আপনি ত্রিকালজ্ঞ জীবের অন্তরের কথাও জানিতে পারেন, সমাধিস্থ হইয়া হস্তামলকের ন্যায় ত্রিলোক বিলোকন করেন, প্রাণির উৎপত্তিস্থিতি নিরোধের তাবৎ কারণ জানিতেছেন, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ করস্থ, স্বেচ্ছাধীন বিতরণ করিতে পারেন। হে, কবিবর মানবগণ পুত্রকলত্র দৌহিত্রাদির বিয়োগও শোক সন্তাপে আকুল হইয়া ভবদীয় অমৃতায়মান গ্রন্থপাঠে মোহাপনোদন করিয়া থাকে। আপনার বদনেন্দুবিনির্গত সুধাসিক্ত বচনপরম্পরা মনুষ্য- গণের ইহামুত্রভোগ মোক্ষদ, আপনার চরণরজঃ পাইবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রও যত্নবান হইয়া থাকেন। হে মহাত্মন্

ধ্বংস করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব করেন না অতএব দয়া করিয়া বৃত্তান্ত বর্ণনদ্বারা চরিতার্থ করুন, হে মুনে আপনার সজলনয়নযুগল ও বদনকমল বিষণ্ন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ঐ দেখুন আশ্রমস্থ মৃগকুল ও পর্য্যাকুল হইয়া আপনার অনুরোদন করিতেছে। তপোবন ও তুষ্ণীভাব আপন্ন হইয়াছে। বক মিথুনের একটির বিনাশ দেখিয়া শোকেতে মুখ হইতে যেবচন বিনির্গত হইয়াছিল তাহাতে সংসারে শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছে, বোধহয় এ শোকের ও কোন মহান কারণ থাকিবেক বিস্তার করিয়া বলুন।

বিনয়াবনত মুনিতনয়ের বিনয় দর্শনে অতিশয় বাধিত হইয়া বাল্মীকি কহিলেন। বৎস সংপ্রতি তোমার সুধাসিক্ত সূক্তিতে জীবন সুশীতল হইল এই অবস্থাপন্ন আমাকে প্রবোধদিতে কেহই ছিলনা, তোমার শীলতা দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি আমার শোকের রহস্য শুনিতে যদি নিতান্ত অভিলাষ থাকে তবে শুন।

সীতাবিলাপ লহরি।

কথারম্ভ।

সাকেত নগরে শ্রীরামচন্দ্র নামে এক মহাপুরুষ অবতীর্ণ হন, বিদেহ পুরনিবাসী মহারাজ জনকের কন্যা সীতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; সাপত্নীক শ্রীরামচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা দশরথ সাম্রাজ্যের ভার দিবার অভিলাষ করিলেন, দৈবদুর্বিপাক বশতঃ কৈকেয়ীর প্রার্থনানুসারে শ্রীরামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশবর্ষ ব্যাপিয়া বনবাস করিতে হইল, ঐ সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে কোন সৈনা সামন্ত ছিলনা, অনুজলক্ষণ ও স্বদয়িতা সীতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, কোন সময় রাক্ষসাধিপতি দশানন সোদরা স্বর্পণখার বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতারণা করিয়া সীতাকে অপহরণ করিল, রাম লক্ষণের সহিত শোকে আকুল হইয়া ইতস্ততঃ বৈদেহীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরে বানরাধিপ সুগ্রীবের সহায়তায় নিশাচর কুলকুঠার দুরন্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়া জানকীকে উদ্ধার করেন, এবং সমুদ্রতীরে অনলপরীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথা সময়ে ভার্য্যাসহ অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া সাম্রাজ্য ভার পরিগ্রহানন্তর কুলাচার অনুযায়ী প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, সমনন্তর সহধর্ম্মিনী সীতা অন্তর্বত্নী হইলেন।

সুরসরিৎ গঙ্গা যেমত মহাদেবেরতেজো ধারণ করিয়া শোভমানা হইয়াছিলেন, অন্তঃসলিল সরস্বতী নদী যেমত শোভাপায়, এবং অভ্যন্তর নীলরত্নে ধরিত্রী যেমত প্রতিভান্বিতা হইতেছেন, গর্ভধারণ করিয়া জানকী তদোধিক শুভদর্শনীয়া হইলেন। মেঘনির্গমে কৌমুদী যেমত স্বীয় কান্তি বিস্তার করে, রাজ্ঞীও তদ্রূপ কিয়দ্দিন বিগমে শারীরিকী প্রতিভা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের অন্তরে আহ্লাদ রাখিবার আর স্থান রহিলনা, অবরোধ আনন্দময়, নগর উৎসবময় এবং রাজ্য শুদ্ধ সুখময় হইয়া উঠিল। পৌরজনের অন্তরে আমোদ রাখিবার আর অবকাশ হইলনা। সকলেই উদ্বাস্ত হইয়া মহারাজের জয় হউক সর্ব্বস্বামিগুণোপেত আত্মসদৃশ আত্মজলাভ করুন, প্রজাপুঞ্জের আনন্দময় বদনেন্দু হইতে নিয়তই মঙ্গল ধ্বনি হয়। গুরুপুরোহিতের অপার সুখ উপস্থিত হইল। কুজকাণ দীন অনাথ জন গণের প্রভুততর প্রমোদতরঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে উঠিতে লাগিল, আর দুঃখ নাই রাজমহিষী অন্তর্বর্ত্নী হইয়াছেন সুতোৎপত্তি হইলে মহারাজের বদান্যতায় সংসারশুদ্ধ অদীন হইয়া উঠিবে, এই প্রকার জল্পনায় অযোধ্যাপুরী পরিপূরিতা হইল, বৃদ্ধাং বিপ্র সীমন্তিনীগণ রাজভবনে বৈকালীন গতায়াত করিতে লাগিলেন, রাজ্ঞীর শরীরভাব দর্শন করিয়া কেহ বলেন পুত্র হইবে, কেহ বলেন না তনয়া হইবে। এই প্রকারে সকলে আঁচাপাচি করে। বন্দিবর্গের স্তুতিপাঠ ধ্বনি, তাপস ঋষি ও বিপ্রবৃন্দের মঙ্গল ও জয় ধ্বনি রাজসদনে প্রতিকম্পিত হওয়াতে দ্বিগুণতর শব্দ হইতে লাগিল। জ্যোতির্বেত্তারা রাজ্ঞীর শুভ সন্তানউৎপত্তির দিন গণিতে আরম্ভ করিল। দেবীর পুত্র হইবে মহারাজ আর কি আমাদের দীনতা রাখিবেন এই আশয়ে ধোবানাপিত কামার কুমার সকলেই স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ের প্রতি অনাদর করিতে

লাগিল। কারাগত বন্দিবৃন্দের অপার আনন্দ উপস্থিত, অবশ্যই মহারাজ সুতজন্ম সমুৎসুকের অভাবে আমাকে সুখী বিবেচনা করিয়া আমাদের এ ক্লেশ দূরকরিতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিবেন না। যাজকগণ যাহাদের যেমত ক্ষমতা সেই প্রকার স্বস্ত্যয়নে তাহারা নিযুক্ত হইল। আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

দিন দিন রাজ্ঞীর গর্ভ উপচিত হইতে লাগিল, যথা সময়ে দোহদবতী হইলেন, কিন্তু গর্ভ দোহদ কিছুই অভাব হইল না, যে যে বস্তুতে অভিলাষ হয় পরক্ষণেই ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। শরীরে সর্ব্বদা অলস, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, মুখামৃত নির্গমের আর বিরাম রহিলনা, ক্রমে পয়োধর পীবর হইয়া উঠিল। পয়োবহশিরা সকল ঈষৎ নীলিম হইল। সুচারু চুচুকযুগলে অবিরল জলদাবলীর দ্যুতি ধারণ করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব হইলনা, শরীরের অবসাদ প্রযুক্ত সমগ্র বিভূষণ পরিধানে বিমুখ হইলেন। প্রভাত প্রায়া প্রযুক্ত প্রবিচেয়তারকায় শর্ব্বরী যেমত শোভা ধারণ করে, সীতা তাদৃশী শ্রীধারণ করিলেন। সর্ব্বদা মৃত্তিকা ভক্ষণে অভিলাষ, স্নানভোজন শয়নাদি নিয়মিত কার্য্য সাধনেও কাতরা হইতে লাগিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশানুসারে শ্রীরামকান্তার গর্ভকামনা সম্পাদনে একান্ত উদ্যুক্ত হইলেন, অলোকসম্ভব প্রার্থিতও দুর্ল্লভ হইলনা, মহারাজের প্রভাবে সমুদয় সমাহৃত হইতে লাগিল। ক্রমে দোহদব্যথা হইতে বিমুক্তা হইলেনও সকল অবয়ব উপচিত হইল, পুরাতন পত্র বিগত হইলে লতা যেমত মনোজ্ঞ নবপল্লবে বিরাজিতা হয় মহিষী ততোধিক শোভমানা হইলেন। নিতান্ত পীবর অথচ প্রস্ফোটনোন্মুখ কমল কলিকাতে ভ্রমর অভিলীন হইলে যাদৃশ মনোহর হয়, রাজমহিষীর স্তনদ্বয় শ্যামানীলমুখ হওয়াতে তেমনি শোভা

হইয়াছিল। শ্রীরাম স্বীয় রামার রমণীয় মাধুরি দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ মানিয়া পরমকৌতুকে সুতোৎপত্তি কাল প্রতীক্ষা করেন।

একদিন দুর্মুখ নামক একজন চর তিরোভাবে রামচন্দ্রকে সীতার অপবাদসূচক কোন কথা বলিল, বৎস মুনিতনয়, দুঃখের কথা কি বলিব, দুর্মুখের দুর্মুখরূপগগন মণ্ডল হইতে পতিত বাক্য শৈত্যে আহ্লাদময় অযোধ্যানগর চন্দ্রের সুখময় সুধা একেবারে নিঃশেষিত হইল, নাগরিক জনগণের উপচীয়মানা হৃদয় বাহিনী প্রেমধারা দুর্মুখের দুর্ভাষা রূপ নিশাচরী দ্বারা নিপীতা হইয়া গেল। পুরস্ত্রীবর্গের সীতাসুত বদনেন্দু দর্শনের লালসা একেবারে সমধিক কালান্তর প্রতীক্ষাপরতন্ত্রা হইল, দুঃখী রাখিবার আর স্থান রহিলনা, দুর্মুখের বাক্যে শ্রীরাম স্বীয় ভার্য্যাকে তাদৃশীদশাপন্না দেখিয়াও বনবাস দিতে ক্ষণকাল বিলম্ব করিলেন না। এইকথা বলিতেং বাল্মীকি ছিন্নমূল শাখির ন্যায় ধরায় পতিত হইলেন, নয়ন সলিলে বনস্থলী পর্য্যাকুলা হইল। হা, নিদারুণ দুর্মুখ, কি করিলি, অনল বিশুদ্ধা সাধ্বী পতিব্রতার অপবাদ দিয়া এমত কি অপার সুখ পাইলি, হা, পামর হা, পাপাসদ, ত্রিভুবন নেত্রামোদিনী নিরতিশয় মৃদুলা অবলার এতাদৃশ দুর্দ্দশার আদিভূত হইলি, হা, দুরাসদ হা, দূতাধম, এই প্রকার খেদ করিতে করিতে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

মুনিতনয় কথঞ্চিৎ বাল্মীকিকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন পিতঃ, আমি শুনিয়াছি কর্ম্মায়ত্ত জীবের সুখ দুঃখভোগ হয়, কখনই অকারণ ক্লেশ উপস্থিত হয় না, বোধকরি অবশ্যই সীতার কর্ম্ম দোষ ছিল, কিন্তু আমূলতঃ বৃত্তান্ত না শুনিলে ভাল মন্দ বিবেচনা করা যায় না, অতএব দুর্মুখের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কৃতার্থ করুন।

প্রণত বৎসল মুনি, শিষ্যের আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বৎস তবে শুন। পাঠকগণ রাম-সীতার অন্তরের কথাও অনুমান করিয়া গভীরালোচনা দূর করেন, কোন সময়ে একজন চিত্রকর শ্রীরামের চরিত্র আলেখ্যে বিস্তার করিয়া প্রদান করিল। পুণ্যাত্মা রাম চিত্রপটের যথা স্থানের বিন্যাস পারিপাট্য ও নৈপুণ্য দৃষ্টে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং চিত্রকরকে যথোচিত পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। চিত্রপট মহিষীকে দেখাইলে বোধ করি দেবী পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিলেন না, হস্তে চিত্রপট গ্রহণ করিয়া রাজ্ঞীর সন্নিহিত হইলেন, কহিলেন, প্রিয়তমে, অতি অপূর্ব্ব চিত্রপট লব্ধ হইয়াছে দর্শনে দর্শকের হৃদয়ের আনন্দ্য হইবে, আমার ঊরুদেশে আসীনা হও চিত্রপটের যথাস্থান প্রদর্শন পূর্ব্বক তোমার চিত্ত বিনোদন করি।

সীতা সহসা গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীরামের ভুজহইতে স্বীয় কর যুগে চিত্রপট অবলম্বন পূর্ব্বক মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন। আর্য্যপুত্র, এ চিত্রপট কোথায় পাইলেন, আহা, কি বিচিত্র চিত্রিত হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, আর্য্যপুত্র, এ কাহার চরিত্র লিখিত হইয়াছে, অঙ্গুলিদ্বারা দর্শাইতে লাগিলেন। শ্রীরাম প্রিয়তমার আলেখ্য দর্শনে হর্ষাতিশয় দেখিয়া কহিলেন, অয়ি প্রিয়তমে, বুঝিতে পার নাই, বিবাহ সময়ে মহারাজ জনক আমার করে তোমার কোমল কর পল্লব সংস্থাপন করিয়া মাল্য দ্বারা বেষ্টিত করত সম্প্রদান মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। ঋত্বিক শতানন্দ তোমাকে ও আমাকে একবস্ত্রে অবগুণ্ঠিত করিয়া শুভদর্শন করাইতেছেন। সীতা সলজ্জা অবনতমুখী হইয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, আর্য্যপুত্র, চিত্রপটে বিবাহের বিব-

এটাই অগ্রেলেখা হইয়াছে না, কি, কি লজ্জার কথা, যাহা হউক বিবাহ ও বাসঘরের ব্যপার ভিন্ন অন্য কিছু লেখা থাকেত বলুন, শ্রীরাম ভার্য্যাকে লজ্জায় পর্য্যাকুলেক্ষণা দেখিয়া বলিতেছেন, দেবি দ্রষ্টব্যের অভাব নাই, অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্ব্বক, লাজুকে, ঐ দেখ মহারাজ জনক পুরোহিত সতানন্দের সহিত ভগবান বশিষ্ট প্রভৃতি মহর্ষিমণ্ডলির সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক পাদ্যার্ঘাসনদান দ্বারা সম্মান করিতেছেন। এই আমরা চারি ভাই বিবাহবেশধারী বিন্যাস্ত আছি। এই আর্য্যা মাণ্ডবী, ঐ বধূশ্রুতকীর্ত্তি. এই বীরবর পরশুরাম, যিনি বীরদর্প করিয়া আমারদের পথরোধ করিয়াছিলেন, পরে আমি তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া স্বর্গ দ্বার রোধ করিয়াছি, দেখিয়াছ, এই তিনি আরক্তিম নয়নযুগলে রোষবিস্ফুরিতাধর বিনিবেশিত রহিয়াছেন। এই আমারা অযোধ্যাতে আইলাম প্রিয়ে, এ সকল স্মরণ হইলে মনের কি অবস্থাই হয়! পিতা বর্ত্তমান, আমারা নূতন পাণিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, মাতৃগণ সস্নেহে অনিমেশলোচনে আমাদিগকে দেখিতেছেন, হায় সে সকল দিবসও আমারদের অতীত হইয়াছে। প্রিয়ে সেই সময়ে অত্যল্প বিলোলকুন্তল বিভূষিত ও দশন মুকুলে মনোহর মুখমণ্ডলদ্বারা এবং অপরিস্ফুট সুমধুর বিলাস বিভ্রম বিশিষ্ট শিশুশরীরে তুমি আমারদের জননী দিগকে পরম আহ্লাদিত করিতে লাগিলে। ভাল, প্রণয়িনি, তোমার সেই সকল কথা কি মনে পড়ে, যখন তোমার ইন্দু বিনিন্দিত বদনেন্দু মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করিয়া আমার জননী উৎসঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক তোমাকে লইয়া চলিলেন, আমি তোমার প্রেমময় উত্তরীয় বসনগ্রন্থিতে নিকামবদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম ঐ সময়ে মঙ্গল ধ্বনি ও লাজাঞ্জলি প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, প্রিয়ে চিত্রপট দর্শন

করিয়া সেই সকল সুখজনক ব্যাপার আবার যেন ফিরিয়া আসিতেছে বোধ হয়, সীতা প্রাণবল্লভের অমৃতায়মান বচনে হৃষ্টা ও সসাধ্বসা হইয়া আরোপিত রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, যাও যাও তোমার ওকথা আমার ভাল লাগেনা, আর কিছু থাকে যদি বল, অনন্তর শ্রীরাম বলিলেন সুদতি এ কিছু রহস্যবহ বাক্যনয় সকলই সত্য, যাহা হউক ও কথায় আর কায নাই, প্রিয়ে অবলোকন কর, কি পরম সুন্দর চিত্রিতই করিয়াছে, যথাস্থান বিন্যাসের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই, অঙ্গুলি সংকেত পূর্ব্বক প্রিয়ে, এই ত্রিলোকপাবনী ভাগীরথী, দেবিগঙ্গে প্রণাম করি, পুরা সগরযজ্ঞে পূর্ব্বপুরুষগণ অশ্বানেষণে ধরাখনন করিয়া ভগবান কপিলদেবের শাপে ভস্মাবশিষ্ট হন, অনন্তর কুলতিলক ভগীরথ লোকাতীত তপঃপ্রভাবে তোমাকে পৃথবীতলে আনিয়া তাবৎকে সমুদ্ধার করেন, মাত অরুন্ধতীর ন্যায় তুমি দয়াদাক্ষিণ্য বিস্তার করিতে কিছুমাত্র বিরতা হও নাই, সংপ্রতি তোমার কুলবধূসীতা অভিবাদন করিতেছে প্রসন্না হও। আহা কি দাক্ষিণ্য বিস্তারই করিয়াছে, মন্দ মন্দ সমীরণে জলের তরঙ্গ যেমত সমুল্লিত হয় তাহা যেন অবিকল লিখিয়াছে, প্রিয়ে, তোমার নৈসর্গিকচপল ভ্রূকোটিভঙ্গ গঙ্গাতরঙ্গের ঠিক অনুকারী, স্নানকালীন তোমার বদনেন্দু দর্শনের অভাবে তরলজাহ্নবীজল হিল্লোলমালা আমার চিত্ত সুস্থ করিয়া রাখিত। জীবিতসর্ব্বস্বে, ঐ দেখ চিত্রকূট পথে কালিন্দীতটে শ্যামবট, মুনিরাজ ভরদ্বাজ যাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ দেখ বিন্ধ্যাটবী সমীপে বিরাধ দৈত্য, এই গোদাবরীর আসন্ন বর্ত্তী অতি মনোহর প্রস্রবণ শিখর, প্রণয়িনি, আমারা ঐ গিরিবরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতাম, প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণ ফলমূল সুশীতল সলিল আহরণ করিয়া আমারদের জীবন

রক্ষা করিত, গোদাবরীর ঐ রম্যতীরে বেলাবসানে ভ্রমণ করিতাম, প্রিয়ে, তোমার কি মনে নাই সেই একটা অতি-বৃহৎকার শোষক সহসা উত্তাল তরঙ্গমালাকুল জলরাশি হইতে উঠিয়া পুনর্ব্বার নীরনিমগ্ন হইলে তুমি আমাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি শোষক বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে তোমার করগ্রহণ পূর্ব্বক উটজে প্রত্যাগত হইলাম।

আমি সরলস্বভাবে দেখিয়াছ, ঐ পঞ্চবটী, ঐ মহারণ্যে সুর্পনখা অনুজলক্ষ্মণের অব্যর্থ বিশিখে বিকলাঙ্গী হইয়াছিল, যাহা হউক দুর্জ্জনের দর্শনও ভয়াবহ। আহা কি আশ্চর্য্য জনস্থান, দেবি এই স্থানে মায়াবী মারিচ কপট কনক হরিণবেশে আমাদিগকে ভুলাইলে দুর্বৃত্ত দশানন যে দুষ্কার্য্য করিয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ প্রতিফল পাইয়াছে তথাপি মনে হইলে ক্লেশ যেন নবভাবে পরিণত হইয়া উঠে। প্রিয়তমে, তোমার বিরহে জনশূন্য এইজন স্থানে যাদৃশ করুণাক্ষর পদবিন্যাস পূর্ব্বক পরিবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলাম বোধ করি শুনিয়া বজ্রওদ্রবহইয়াগিয়াছে, বনেং গিরিগুহায় পর্ব্বত নদীতীরে কতকত অগম্য আভোগে অস্নাত অনাহারে পরিভ্রমণ করিয়াছি প্রিয়ে, সে দুঃখের কথা আর বলাযায় না, একেত বনভূমি উদঘাতিনী তাহাতে তোমার বিয়োগে উৎকণ্ঠিত হৃদয়, হঠাৎ গতিরোধ হওয়াতে যেমত পতিত হইয়াছিলাম মুর্চ্ছে, অনুজ লক্ষ্মণ না থাকিলে কি হইত তাহা বলিতে পারিনা। বরবর্ণিনি, এই দেখ জনস্থানের পশ্চিমে চিত্রকূট পর্ব্বত, ঐ স্থানে কবন্ধ থাকিত, ঐ দণ্ডকারণ্যস্থলী, উহার অদূরে ঋষ্যমুখ-শিখর, মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রম ঐ স্থানে ছিল, মতঙ্গাশ্রমের অনতিসন্নিহিত পম্পাসরোবর, দেবি, পম্পাসরসী নিরতিশয়

বাষ্পাকুললোচনে ক্রন্দন করিতে করিতে দেখিয়াছিলাম ঐ বিমল জল জলাশয়ে সরসীরুহ নিবহ বিকসিত হইয়া মন্থরগতি মরাল মালার সঞ্চালিত পক্ষপবনে দোলায়িত হইতেছে, শ্যামল শৈবালদল মিলিত কুবলয় কুসুমের শ্রেণীর সৌরভ অপহরণ করিয়া মন্দ মন্দ গমনশীল মারুত দিগ্‌দেশ চরিতার্থ করিতেছে, মধুগন্ধ লোলুপ মধুপাবলী গুণ২ স্বরে সরোবরের গুণগান করিতেছে, কলহংস সারস সংসারঙ্গ প্রভৃতি নানা জলপতত্রি পুঞ্জের কল কলস্বরে কুঞ্জ আকুল হইতেছে, তীরগততরুনিকর শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বিহগাবলী সুখাসীনা রহিয়াছে, আম্রজম্বীর গুবাক শাল সরল সুদীর্ঘ দেবতরুর শ্রেণী এবং এলা লবঙ্গ মালতী মধুমালতী প্রভৃতি বল্লীর প্রাবল্যে স্থানে২ সুরম্য বিহারস্থলী হইয়াছে, শ্যামাকদম্ব তমালতরুর সুশীতল ছায়ায় পান্থজনগণ আগমন জনিত পথশ্রম অপনয় করিতেছে। প্রিয়ে, পম্পাসরোবর লোকাতিগ সুরম্য হইলেও তৎকালীন আমার নয়নের শেল স্বরূপ হইয়াছিল।

প্রণয় ব্রতের দুঃখায়মান বচন কর্ণগোচর করিয়া সীতা শোকাবেগ ধারণ করিতে পারিলেন না, পতিপ্রাণার নেত্রযুগ হইতে জলধারা বহির্গত হইতে লাগিল। শ্রীরাম প্রেয়সীর অকালোচিত অশ্রুপাত দর্শন করিয়া যথাবিহিত সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে, একজনের দুঃখ শুনিয়া যে খিদিত হয় অবশ্যই তাহার শরীর দয়ায় পরিপূরিত, তুমি নিতান্ত উদার স্বভাব, পতিসুখ দুঃখ সমভাগিনী, আমার দুঃখ তোমার শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তুমি উৎকলিকা কুলা অবশ্যই হইবে, প্রিয়ে, সেই সময় মদীয় বিলাপ শ্রবণ করিয়া করুণার্দ্রিত হয় নাই, এমত কেহই ছিলনা, মৃগবিহগেরাও আমার অনুরোদন করিয়াছিল।

যাহা হউক দেবি, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার অনুশোচনায় কি ফল, খেদনাধ্যবসায় হইতে নিবৃত্তা হইয়া চিত্রপটে দৃষ্টি ক্ষেপকর।

অঙ্গুলি সংচালন পূর্ব্বক প্রণয়বল্লভে, ঐ মাল্যবান অচল বর্ষাগমে আমারা ঐ শোভন গিরিগহ্বরে বাসকরিতাম, প্রফুল্লকদম্ব শাখিতলে ও শাখাতে শিখিগণ নৃত্য করিত, জলদাবলী, রমণীর ন্যায় মাল্যবানের উৎসঙ্গ দেশে বিলাসিনীর ন্যায় হাবভাব প্রকাশ করিয়া বারিধারায় আমারদেরচিত্তকে অভিষিক্ত করিত, প্রিয়ে, এই স্থানে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়া প্রিয় সুহৃদ্ সুগ্রীবকে পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলাম। দেবি এই আমার প্রিয় পুত্র হনুমান, হনুর বাহুবলই তোমার উদ্দেশের কারণ, প্রণয়িনি, অধিক কি কহিব, পবনকুমার না থাকিলে তোমার অমল বদনেন্দু দর্শন করা আমার দুষ্প্রাপ্য হইত। প্রিয়তমে, এই সমুদ্র বেলা, এই স্থান হইতে প্রাণসমহনু লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিল, অপরিসীম ও অপরিমেয় বাহুবল ও উপায়ে তোমার অঙ্গুরীয়ক আমাকে প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করিল।

প্রিয়ে, অঙ্গুলীয়ক তোমার অঙ্গুলি লগ্ন হইয়া, তোমার দুঃখ সকল জানে, তোমার দুঃখ বৃত্তান্ত সমুদয় বলিবে, এজন্য তাহাকে আমি ত্বদীয় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বিরহে এমত অভিভূত হইয়াছিলাম, যে অঙ্গুলীয়ক বিচেতনপদার্থ ইহা বিবেচনা হয় নাই, পরে তাহার ম্লানভাবই আমাকে তোমার ক্লেশাতিশয্য অভিব্যক্ত করিল, অঙ্গুলীয়ক স্পর্শে তোমার স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম, এবং একবার বক্ষে একবার কণ্ঠে একবার মস্তকে বিন্যাস করিতে লাগিলাম, তোমার স্বভাবতঃ কমলকায় পরিমল নির্গম হইতেছিল, অঙ্গুরীয়ক ঘ্রাণ দ্বারা

মানসম্বন্ধীয় পুনঃ সমাগম এক প্রকার পরিস্ফুট রূপে ব্যক্ত করিল, কথঞ্চিৎ আশাকে অবলম্বন করিয়া তোমার উদ্ধারের উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং প্রিয় সুহৃদ্ সুগ্রীব তোমার সমাগম অবশ্য ভাবি বলিয়া আশ্বাস দিয়া সুস্থ করিয়া রাখিয়াছিল।

এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া সীতা দুঃখার্দ্রা হইয়া বলিলেন, আর্য্যপুত্র আর বলিওনা ইহার পর আর সহিতে পারিবনা। তোমার বিয়োগ যেন আবার ফিরিয়া আসিতেছে। এই স্থানেই বৃত্তান্ত বর্ণনে বিরত হউন, প্রাণপত্তে, এই সকল চিত্রপট বৃত্তান্ত ও তোমার চরিতাদি শুনিয়া সেই সকল মনোহর গিরিগহ্বরাদি তপোবন ও জন স্থানে বিনোদন করিতে পুনর্ব্বার অভিলাষ হইতেছে এবং ভগবতী ভাগীরথী নীরে অবগাহন করিয়া দেহ পবিত্র করি, মহর্ষিবর্গের চরণ বন্দন করিয়া ও ঋষি পত্নীদিগের পাদরজ সর্ব্বাঙ্গাঙ্কিত করিয়া দেহ ধারণের সাফল্য লাভ করি, এমত ইচ্ছা হইতেছে প্রিয়, এ একটি আমার গর্ভদোহদ, শ্রীরাম সহাস্য বদনে গৃহিনীর প্রার্থনানুকূল বচনে আশ্বাস দিতে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিলেন না। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ দেবী তপোবন বিনোদনও দর্শনাভিলাষিণী হইয়াছেন, অবিলম্বিত সুসজ্জিত স্যন্দনে আরোহণ করাইয়া গর্ভলালসা সম্পাদন কর, অষ্টাবক্রকে দিয়া ভগবতী অরুন্ধতী আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, বৈদেহীর গর্ভলালসার যেন ক্ষোভ থাকেনা অত্যাশু রথ আনয়ন করিতে কহ।

সীতার অন্তরে হর্ষ রাখিবার আর স্থান রহিল না। অভিলাষ আবন্ন ফলোদয় জানিয়া কহিলেন, আর্য্য পুত্র, আপনিও অনুবর্ত্তী হইবেন, শ্রীরাম মৃদু হাস্যের সহিত কহিলেন, প্রিয়ে, তোমার মন এমত কঠিন, ইহা কি আবার বলিতে

হয়, কোন সচেতা পুরুষ, পূর্ণগর্ভা স্বীয় দয়িতাকে অসহায়িনী করিয়া বন বিহারে পাঠাইতে পারে, এই কথায় সীতা সাতিশয় হৃষ্টা হইয়া কথঞ্চিৎ বাষ্পাপ্লিত সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, আর্য্য পুত্র, (আমার) এইমাত্র সম্বোধন করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন, মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না, শ্রীরাম প্রেয়সীর অন্তর্ভাব বুঝিয়াও যেন বুঝিতে পারিলেন না, চিবুক ধরিয়া বলিলেন প্রিয়ে, কি বলিতেছিলে, বল বল লজ্জা, কি আমিবই আর ত এখানে কেহ নাই, অবনত বদনে রহিলে কেন, সীতা কহিলেন না না, এমত কিছু নয় তাই বলিতেছিলাম, পুত্রোৎপত্তি হইলে পরিজনবর্গকে কি প্রকার পারিতোষিক প্রদান করিবেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, শ্রীরাম বহুমান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি তোমার অভিমত যাহা হইবে এজন কখনই তাহার অন্যথা করিবেনা।

জায়াপতির এই প্রকার কথোপকথন সমাপ্ত হইলে আহ্লাদে সীতার নয়নযুগল প্রফুল্ল হইল, একে অন্তর্বত্নী তাহাতে অনেক কথা বার্ত্তায় পরিশ্রান্তা হইয়াছিলেন শারীরিক অবসাদ প্রযুক্ত নেত্রযুগ নিদ্রাভিবেশে মুকুলিত হইয়া আসিতে লাগিল, এবং অলসে তনুলতা দোলায়িত হইতে লাগিল, শয়নার্থ চতুর্দ্দিক বীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম প্রণয়িনীর অবস্থা দেখিয়া কহিলেন প্রাণ প্রিয়ে, পরিণয়নাবধি ভবনে বনে কালাকালে যৌবনে রামের বামবাহুই তোমার নিদ্রার উপধান এ ভুজে অন্যার অধিকার নাই, পর্য্যাকুলে, উপধানার্থ চতুর্দ্দিক অবলোকনে, আয়াস সহ্য করিয়া এজনকে ব্যথিত করা উচিত হয় না অনন্তর প্রণয়িনীকে বিশাল সব্যেতভুজে শয়ন করাইলেন, প্রণয়াধারের অকৃত্রিম সদ্ভাব দয়া বাৎসল্য ও স্নেহানুরক্তি মনে চিন্তা করিতে করিতে সীতা নিদ্রাভিভূতা

হইলেন। মেঘের উৎসঙ্গ বর্ত্তিনী সৌদামিনীর শোভা হইতেও সীতা প্রতিভাবতী হইলেন, দেখিয়া রাম আত্মাকে চরিতার্থমানিতে লাগিলেন. মুনিকুমার, অবহিত হও, প্রণয়িনীকে প্রেমময় বাহুমূলে শয়ন করাইয়া প্রণয়ী সব্যেতর করে গর্ব্ভভরে অবসাদিতা সীতার গাত্রে চালনা করিতে লাগিলেন। এবং লাবণ্যময়ী তন্বীরতনু অনিমেশ লোচনে পর্য্যবীক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, জলদাবলীতে জলের আতিশয্য হইলে যেমন প্রফুল্ল হয় মেঘ নির্ম্মুক্তা কৌমুদীকে দেখিয়া জগৎ যেমত হৃষ্ট হইয়া থাকে, রামের হৃদয়ক্ষেত্রোপরি সুখপাথরে অবগাহমান হইল। সীতার প্রতি এক দৃষ্টি ক্রমে তাকাইয়া রহিলেন, মনে মনে বলিলেন, প্রিয়ে, তুমি নিদ্রিতা হইয়াআছ, আমাকে কোন সম্ভাষণা কর নাই, তথাপি তোমার আহ্লাদময়ী শরীর প্রভা আমাকে কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত করিতেছে অনুমান করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিনা। আহা প্রিয়ার ধর্ম্মিলো আমার বাহুমূল কি শোভমানই হইয়াছে, অকলঙ্ক মুগ্ধ বদনেন্দু আমার চিত্তান্ধকার নিঃশেষিত করিতেছে, আঃ আমার কি কঠিন হৃদয়, বিশালবক্ষঃশয্যা থাকিতে প্রেমময়ী আমার সমান্য শয্যায় পতিতা রহিয়াছেন অনন্তর বক্ষঃস্থলে শয়ন করাইয়া কণ্ঠে বাহুপাশ বন্ধন পূর্ব্বক নিমিলিতাক্ষ হইলেন. বলিলেন অয়ি রাম জীবিত সর্ব্বস্বে, মরণান্তেও তোমার স্নেহের সহায্য আমাশতদল বিস্মৃত হইতে পারিবনা বিলাসিনি, আর কত দিন বিলম্বে প্রসূতবতী হইয়া আমার চিত্তরঞ্জন করিবে, প্রিয়ে, তুমি গর্ব্ভবতী হইয়াছ, তোমার পূর্ব্বতনী তাদৃশী মোহিনী মূর্ত্তি নাই, তথাপি ইদানীন্তনী তনুছ্যুতি দর্শনে আমার মনে অভূতপূর্ব্ব নানা ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, নিদ্রিতে, তোমাতে আত্মজজন্মের অভাব জন্য যেমত সমুৎসুক হইয়াছিলাম

সংপ্রতি তাদৃশী উৎকণ্ঠা একেবারে উন্মূলিতা হইয়াছে, আমি সুতোৎপত্তি সুখে আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া জগতে কি প্রকার কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিব তাহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিনাই, অনন্তর সীতার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া উদ্ধদেশে শিরঃ সংন্যাস পূর্ব্বক দক্ষিণ ভুজেচিবুক ধরিয়া সতৃষ্ণ চুম্বন করিতে লাগিলেন, সীতা বিগাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ছিলেন, কিছুই জানিতে পারি-লেন না এমত সময়ে দুর্ম্মুখ আসিয়া উপস্থিত হইল বলিল, মহারাজ প্রকৃতিমণ্ডলী শ্রীপদের অপার প্রশংসা করিতেছে, অধিরাজ দশরথের গুণগাথা শ্রীযুতের গুণে বিস্মৃত হই-য়াছে, দুতের কথার অনবসানেই শ্রীরাম কহিলেন থাক, সুখ্যাতি কথার প্রয়োজন নাই, যদি কোন দোষ থাকেত বল, প্রতীকারের চেষ্টা পাই, শ্রীরামের কথায় দুর্ম্মুখ অন্তরে চিন্তা করিতে লাগিল, অপযশের কথাত কিছুই শুনি নাই, তবে দেবীর পরগৃহবাস জনিত যে অপাদের কথা শুনিয়া আইলাম, তাহাইবা কেমন করিয়া বলি, কিন্তু কর্ম্ম দোত্য, দূতকে মিথ্যা কহিতে শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন অতএব মিথ্যাইবা কেমন করিয়া জানাই অথবা মাদৃশ হতভাগা-জনের কর্ম্মই এই পরে শনৈঃ২ রাজার সন্নিহিত হইয়া কর্ণে এই এই।

অনিপুজ, দুর্ম্মুখের দুর্ম্মুখ, শ্রীরামের কর্ণ উভয়ে যখন একত্রিত হইল, বোধ করি তৎকালীন জগৎ কম্পিত, সংসার ব্যামোহিত, রাজ্য সচকিত, রাজ্যলক্ষ্মীও উৎকলিকাকুলা হইয়াছিল, শ্রীরাম দুর্ম্মুখের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া স্বীয় দয়িতার লোকাপবাদ কলুষে একেবারে আকুলিত ও হৃত-বুদ্ধি হইলেন, সীতার পূর্ব্বাপর পাতিব্রত্য স্বভাবের বিশুদ্ধ মর্ম্ম ও হিতাহিত পর্য্যালোচনা রহিত হইয়া উঠিলেন, জল-প্রপাত যেমন সরোবরকে আবিলকরে দুর্ম্মুখের বাক্য

প্রপাতও তদ্রূপ বিমলাশয় রামের হৃদয় মলিন করিয়া
ফেলিল। দায়ণের লোকাপবাদ অন্তরে দুঃসহ শেলের মত
প্রত্যাপ্ত হইল, গদগদ্ বিচার বিহীন হইয়া বলিতে লাগি-
লেন, হায়, আমাকে ধিক্ থাকুক, দেবীর অনল পরীক্ষাদি
অলোক সাধারণ উপায় করিলাম, তথাপি পরগৃহ বাস-
জনিত দুরপবাদ আমাকে কিছুতেই ত্যাগ করিল না,
ক্রমশঃ সংযোগের বিষের ন্যায় ধরাধাম অকীর্ত্তিকলুষে
ব্যাপিয়া উঠিল, হায় হায়, আমি কি হতভাগ্য, হায় আমি
কি নিন্দিত কর্ম্মা, হায় আমি কি কাপুরুষ, হায় প্রথমঃ আমি
তোমাকে কি ক্ষতি করিয়াছিলাম, হায় হায়, কেন আমি রাজ্য
ভার গ্রহণ করিলাম, সহধর্ম্মিণীসহ বন রাজ্যে অভিষিক্ত
হওয়াই আমার উচিত ছিল, অশিক্ষিত বুদ্ধি মৃগকুলের
সহিত জীবিতকাল অতিবাহন করা আমার পক্ষে পরম
সুখদ হইবার কোন ব্যাঘাত হইত না। হায় আমি কেন
দুর্জ্জয় সংসর্গে আইলাম, পত্নীসহ তপস্যায় ব্রহ্মেতে
কেন চিত্তার্পণ না করিলাম, এই অকিঞ্চিৎকর পাপময়
সংসারে কেন প্রত্যাগত হইলাম, হা, পিতঃ আমাকে যাব-
জ্জীবনের মত বনবাস কেন না দিয়াছিলে, হা, প্রিয়তমে
পাপিষ্ঠ প্রজাপুঞ্জ তোমাকে এমত অপবাদকলুষে নিঃক্ষিপ্ত
করিল, লোকাতীত অগ্নি পরীক্ষায় কথা একবার মনেও
করিল না হায়, সংপ্রতি করি কি, কিসেইবা অপবাদ পঙ্ক
সমূলে বিনষ্ট হয়, আর কি, যে কোন প্রকারে হউক,
প্রজানুরঞ্জনই রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রজারা সুখে থাকিলেই
রাজার স্বর্গ। পিতা আমাকে ও আত্ম প্রাণকে পরিত্যাগ
করিয়া প্রকৃতিমণ্ডলীর চিত্তমোদন করিয়া গিয়াছেন, সক-
লেই বলিয়া থাকে সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ অপরিমেয়
যশোলাভ করিয়া অন্তে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, হায়,
আমি সেই কুলে অবতীর্ণ হইয়া এমত অকীর্ত্তি ভাজন হই

লাম। হা, সীতে হা, পৃথিবীপুত্রি হা, প্রিয়বাদিনি হা, জনকাত্মজে হা, রামজীবিতে হা, দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি, পরিণামে তোমার এই হইল। তুমি জগৎপাবনী বিশুদ্ধ অনল শিখা স্বরূপিণী, তোমার এই অযশ উদ্ধৃত হইল, হা প্রাণসমেঃ এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে দুর্মুখকে আহ্বান করিলেন কহিলেন, রে দুর্মুখ, লক্ষণকে রথ আনয়ন করিতে বল, সীতার তপোবন বিনোদনে অভিলাষ হইয়াছে অনন্তর দুর্মুখের কর্ণে রামচন্দ্র কহিলেন এই এই।

দুর্মুখ শুনিবামাত্র অতিমাত্র কাতরতা ও ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক করপুটে কহিতে লাগিল, সে কি মহারাজ, দুর্জ্জন পৌরজন বাক্যে অগ্নি বিশুদ্ধা গর্ভবতী দেবীকে বনবাস দিবেন, মহারাজার মুখ হইতে দেবীর প্রতি এমত নিদারুণ কথা কেমন করিয়া বিনির্গত হইল, পরসুখা সহিষ্ণুখলে কি না বলে। আপনিত দেবীর সতীত্বের বিষয় তাবৎ বিদিত আছেন, যিনি ক্রুদ্ধা হইলে ত্রিলোক কম্পিত হয়, তাহার গাত্রে কে করপ্রসারণ করিতে পারে বিশেষতঃ দেবী মনুষ্য ব্যাপার সম্বন্ধু জানেন, ধরত্রীতনয়া, জনকরাজার প্রতি পালিতা, এতাদৃশী বনিতোত্তমাতে শ্রীযুক্তের কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত না হউক। মহারাজ, যাঁহাকে বনবাস দিবেন সেই স্বর্ণলতা শ্রীপদের উদ্ধদেশে নিদ্রিতা রহিয়াছেন, অবলোকন করুন দেখি, আপনার উদ্ধরূপ পীবর সরোবরে অনাস্বাদিতসুধা সৌভাগ্যশালা অম্লান নলিনী মদনপ্রভা কি নির্ব্বচনীয় শোভমানা রহিয়াছে, মহারাজ, আপনকাকে সকলেই মহিষীগণ বলিয়া থাকে, দেবপাদ, মহিষীগণের কি এই কর্ম্ম, কেমন করিয়া হৃদয়ে এমত নিষ্ঠুর ভাব উদয় হইল, বিশেষতঃ যে গর্হিত ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে অযশঃ মার্জ্জনা হওয়া দুরেথাকুক বরং প্রত্যুত তরাং অকীর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা, স্বেব, এই অভিনিবেশ অধৈব-

বৎস্যমুনিস্মুনো,দুর্মুখের কথায় শ্রীরাম কিছু উত্তর দিলেন না, এইমাত্র বলিলেন না, না, তোমার দোষ ও পুরবাসিবর্গেরও অপরাধ নাই, দৈবাৎ দৈবাৎ। অগ্নি-পরীক্ষা দূরে সমুদ্রতীরে হইয়াছিল, তাহাতে কে বিশ্বাস করিবে, তুমি যাও, শীঘ্ররথ প্রস্তুত করিয়া লক্ষণের সহিত আইস। দুর্মুখ কি করে, আজ্ঞা লংঘনে অসমর্থ, অগত্যা যেআজ্ঞা বলিয়া বাষ্পাকুল লোচনে চলিল।

শ্রীরাম আপনাকে অপকৃষ্ট বোধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা, কি কষ্ট, আমি কি নৃশংস, শৈশবাবধি অকৃত্রিম স্নেহের সহিত লালন পালন করিয়া ব্যাধ যেমত প্রতিপালিতা পক্ষিণীকে অনায়াসে অকাতরে বিনাশ করে, ছল ক্রমে প্রিয়াকেও সেই প্রকার মৃত্যু মুখে প্রদান করিতে উদযুক্ত হইয়াছি, অরে ও মহাপাতকিন, রাম বামোরু এখন বামোরুকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছ অনন্তর সীতার মস্তক তুলিয়া উরু আক্রমণ করিয়া লইয়া বলিলেন, প্রিয়ে, এই অপূর্ব্ব কর্ম্ম চণ্ডাল, পামর পাষণ্ড, নরাধমকে পরিত্যাগ কর, নিদ্রিতে, এত দিন চন্দনতরু বলিয়া বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে, সংপ্রতি কঠোরহৃদয় মাদৃশনির্দ্দয়কে মনে আর স্থান দিও না। হায়, সকলি বিপন্ন হইল, আর রামের জীবনে কি প্রয়োজন। জগৎ শূন্য দেখিতেছি, সংসার অসার বোধ হইতেছে, হায়, বজ্রের সদৃশ কঠিন প্রাণ, কিছুতেই আমাকে ত্যাগ করিতেছে না, হায়, আমি কি নিষ্ঠুরাপসদ, বিশ্বস্তা নিদ্রিতা গর্ভবতী দয়িতাকে অনা-য়াসে অকাতরে বন্য পশুবর্গের অনায়াস ভক্ষ্য করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি। কি উপায় কি যেহেতু অপবাদ অপরিহার্য্য অনন্তর নিদ্রিতা সীতার চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়তমে, রাম এজনমের মত শ্রীপদে বিদায় হইল আর এদুর্মুখের দগ্ধ বদন দেখিতে ইচ্ছাবতী হইও না, আর এ

তুলসীলের দয়ামায়া স্মরণ করিও না, বলিতে বলিতে অন্ত-গর্ভ শোক নির্ভর প্রযুক্ত পদ্মপলাশলোচনের লোচনকুগল হইতে বিনির্গত অশ্রুধারায় সীতার পাদপদ্ম নিধৌত হইয়া গেল।

এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ, যমুনাতীরবাসি ঋষিগণ লবণাসুর দ্বারা পীড়িত হইয়া শ্রীযুতের শরণ গ্রহণ করিয়াছে, দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, যেমত অনুমতি হয়। শ্রীরাম সহসা নয়ন জল কর-তল দিয়া অপনয় করিয়া লবণ বিনাশার্থ শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করিলেন, এবং সীতার শয়নাগার হইতে স্থানান্তরে অদৃশ্য হইলেন, রাজ্ঞী নিদ্রাতে অভিভূতা ছিলেন এতাবৎ বৃত্তান্ত কিছুই জানেন নাই, প্রণয়েশের প্রস্থানের পরক্ষণেই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া নিরতিশয় ভীতা ও সচকিতা হইলেন। নিদ্রাও ভাঙ্গিয়া গেল, পর্য্যাকুলেক্ষণা হইয়া ইতস্ততঃ নেত্র পাত করিতে লাগিলেন, শ্রীরামের অদর্শনে অমনি চম-কিয়া উঠিলেন, বলিলেন হায়, আর্য্যপুত্র আমাকে একা-কিনী রাখিয়া গিয়াছেন, সাতিশয় ত্রস্তা হইয়া আর্য্যপুত্র, আর্য্যপুত্র, বলিয়া আহ্বান করিতে উদ্যতা হয়েন এমত সময় দুর্ম্মুখ আসিয়া কহিল, দেবি, লক্ষ্মণ মহাশয় শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন, আপনকার তপোবন বিলোকন লালসা ফলবতী হউক। সীতা শুনিবা মাত্র অতিমাত্র প্রহৃষ্টা হইয়া কহিলেন, আ, আর্য্যপুত্র আমার কি প্রিয়কারী, বলিবামাত্রে অভিলাষ পূর্ণকরিলেন এজন্যই সকলে মহিষীসখ বলিয়া থাকে। চল, যাই, তপো-বন দর্শন দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করি। গর্ভভরে নিতান্ত অথর্ব্বা হইয়াছি, অবিলম্বিত যাইবার ক্ষমতা নাই, চল, ধীরে ধীরে যাইতেছি, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করপুটে মুনি-গণকে প্রণাম, রঘুকুল দেবতাকে প্রণাম, গুরুজন সকলকে

প্রণাম, আর্য্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম করিয়া রথে আ-রোহণ করিলেন, রাজভবনবাসী কি পুরবাসী কেহই জানিতে পারিল না, যে সীতা কোথায় চলিলেন. সারথি শনৈঃ শনৈঃ বনোদ্দেশে রথ চালনা করিতে লাগিল।

ঋষিকুমার পরীতাপের কথা বলিতে পারিনা. লক্ষণ বনবাস দিতে যাইতেছেন, সীতা তখন জানিতে পারেন নাই অনন্তর গমন কালীন নানা, অমঙ্গল হইতে লাগিল, পৌরজনগণ ঐ বিষয় কিছুই জানিত না, কিন্তু কি একটা অশুভ ব্যাপার উপস্থিত হইল, এই প্রকার প্রলাপপুঞ্জের হৃদয় সর্ব্বদা সংশয়িত হইতে লাগিল,কাহারও মনে সুখ নাই, সাবতেরই অন্তর ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণতা ভাব আপন্ন হইল। পৃথিবী সহস্ররশ্মির সহস্রশো রশ্মি বিনির্গত করিতে লাগিল, নদ-নদী সকল দ্রাঘীয়সীবেগবতী হইয়া উঠিল, শাখিগণ প্রফুল্ল পুষ্প সুপক্ব ফল এবং কিশলয় শোভা রহিত হইল, প্রতিকূল বায়ুর বেগে রথ চালনা করা সারথির দুঃসাধ্য বোধ হইতে লাগিল, পথের ধূলা উড়িয়া দিগ্দেশ তমোময় হইল, বামে সর্প, দক্ষিণে শৃগাল, উপরে গৃধিনীর উড্ডয়ন, আকাশ শোণিতধারা বর্ষণ করিতে কালাকাল ও বিলম্ব করিল না। গৃহে গৃহে রোদনময়, অকারণ কলহ, রাজভবন কিঙ্কর কিঙ্করীবর্গের অবিরল নয়নজলধারা প্রবাহে প্লাবিত হইতে লাগিল, আকস্মিক উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, প্রভৃতি অমঙ্গলে শাকেত নগর ব্যাপিয়া উঠিল, এবং পূর্ব্বতনী পুরবরের সৌভাগ্য লক্ষ্মী মলিনা হইয়া গেল।

সীতা এই সকল অশুভ দর্শন করিয়া সাতিশয় ব্যাকুলা হইলেন এবং মনে মনে নানাবিধ অসতী কল্পনা আর প্রভূততর আশঙ্কা সমুদ্ভূতা হইতে লাগিল। প্রাকৃতি-কভীরুস্বভাবা, আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি-লেন না, সহসা লক্ষণের সম্মুখীনা হইলেন, দেখিলেন,

লক্ষণ অবনতবদনে রহিয়াছেন, নয়ন ফাটিয়া অজস্র অশ্রু সম্পাতনদ্বারা বিশাল বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, পাছে ব্যক্ত হয়, এজন্য অন্তর্গত একটি একটি অপরিস্ফুট শোকাবেগের ধ্বনি থেকে থেকে হইতেছে। সারথি কষাধারণ করিয়া সজল নেত্রে ক্ষণে ক্ষণে শোকাবহ হুহুঙ্কার ত্যাগ করিতেছে। প্রজবিতুরগযুগলও বিষণ্ণ ও ম্লান মুখে পরস্পরের অক্ষিসলিলে পরস্পরকে অভিষেক করত সকাতরে মন্দ মন্দ গমন করিতেছে। পূর্ব্বে সীতা আরোহণ করিলে যে স্যন্দনের মন্দমাধুর্য্য গম্ভীর ধ্বনি হইত, বনবাস সময়ে এমত কঠোর কর্কশ ও কর্ণের ব্যামোহদ রব হইতে লাগিল যে তত্রত্য দিগ্‌দেশস্থ জনগণের অকাল ঘননির্ঘাত অথবা শতশঃ অশনির যুগপৎ পতন অনুভূত হইল, সমভূমি হইলেও রথের গতিরোধ ও স্থানে স্থানে স্থগিত অথবা কে যেন পশ্চাৎ আক্রমণ করিয়া রাখিতেছে। হা, হতোস্মি হা, কি হইল, হাহাকার শব্দবই আর কিছুই শুনা যায় না। অথচ কেহ কিছু কারণ ও অন্বেষণ করিয়া অবধারিত করিতে পারেনা। নাগরিক জনগণের চিত্তে অশ্রুতপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব কি এক অনির্ব্বচনীয় অশুভভাব থেকে থেকে সমুদ্ভূত হইতে লাগিল, কেহই তাহার অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। সকলেরই চক্ষু জলধারাকুল, অন্তরে কি এক অননুভবনীয় ভাবনা উদ্রিক্ত হইতে লাগিল।

সীতা লক্ষণের মনোরথ জানিবার আশয়ে সবিনয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, দেবর, লক্ষণ, আমার প্রাণ কেন ক্ষণে ক্ষণে কাঁদিয়া উঠিতেছে, আমাকে তপোবন দেখাইতে লইয়া যাইতেছ, কি বনবাস দিতে যাইতেছ, আমার হৃদয় থেকে থেকে বিষাদ সাগরে ভাসমাণ হইতেছে, দক্ষিণাক্ষ স্পন্দিত হইতেছে, নয়ন পক্ষ নৃত্য

করিতেছে। ইহার মর্ম্মও অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সত্য কথায় আমার ভয় ভঞ্জন কর, দেবর তুমিও নিতান্ত শোকসমুদ্বিগ্ন হইয়া অপরিসীম দুঃখ বহন করিতেছ। সারথির নয়ন বারিতে ভুজগত বলগা অভিষিক্ত হইতেছে, স্যন্দনের গমন প্রতিহত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে আমার শরীর কাঁপিতেছে। লক্ষণ আর আমি হৃদগত উদ্বেগ ধারণ করিতে পারিনা, স্বরূপ সম্ভাষণ দ্বারা বিচলিত চিত্তকে সুস্থকর, দেবর, আর্য্যপুত্রের বিরহ শৈল্য পুনর্জ্জীবিত হইয়া আমার হৃদয়ে পড়িল পুড়িল এমত আশঙ্কা হইতেছে, এই কথা বলিতে বলিতে দুঃস্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ হইল, সীতা অধীরা হইয়া লক্ষণের কর ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

৯০ বৎস মুনিতনয়, তৎকালীন উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, সাধ্বীর বিলাপরূপ বিষাক্তশরে আহত হইয়া লক্ষণ মহাশয় মূর্চ্ছিত হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন, হা, দেবি, কি হইল হা, দেবি কি বলিব, মহারাজ তোমাকে (বন) বাসদিয়াছেন, এই সমুদয় বাক্যটি বদন হইতে বিনির্গত হইলনা, বাক্যস্ফুর্ত্তি রহিত, চক্ষুস্থির, ও নিষ্পন্দ হইয়া অনন্তায় অনন্তদেবেরন্যায় পড়িয়া রহিলেন। সীতাও বিচেতনা হইয়া হা, কি হইল হা, কি হইল। বলিতেং শিরে করাঘাত, স্তনসম্বাধ পূর্ব্বক বসুধাতে দেহ সমাধান করিয়া রোদন সমাধিতে নিযুক্তা হইলেন। বোধ হয় পৃথিবী যেন সুবর্ণময় কিন্নর মিথুনকে মৃন্ময় উৎসঙ্গে ধারণ করিয়া স্বীয় রেণুময় চন্দন বিন্দু দ্বারা তাহাদের তনু প্রবিলিপ্ত করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীপার হইয়া পরপারে তপোবন সন্নিহিত স্থানে এই ব্যাপার উপস্থিত হইল, জনমানব নাই যে তাদৃশী দশাপন্ন তাঁহাদিগকে প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করে, ক্ষণকাল মধ্যে লক্ষণ সীতা সারথি

আমি গর্ভবতী হইয়া বনে নির্ব্বাসিতা হইয়াছি, ইহা যেন তাঁহারা জানিতে পারেন, এবং আমার বাক্যে তোমাদের রাজাকে এই গুলিন বলিও অর্থাৎ তোমার নয়ন সমক্ষে যে সীতা সমুদ্রতীরে অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছে জনাপবাদ শ্রবণে যে সেই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিলেন একটি তাঁহার নানা শাস্ত্রাধ্যয়নের ফল, কিম্বা কুলাচার ধর্ম্ম, আর আমাকে যে বনবাসিনী করিয়াছেন তাহাতে নিতান্ত বিধুরা নহি কেননা জন্মান্তরীণ পাতক থাকিলে অবশ্যই তাহার ফল অনুভব করিতে হয়, কিন্তু নিশাচরগণের ভয়ে সাতিশয় ত্রস্ত হইয়া যে সকল তপস্বিগণ পরিত্রাণের নিমিত্ত আমার শরণ গ্রহণ করিত, সংপ্রতি তুমি তিশাসনে থাকিতে সেই সকল ঋষি ও ঋষিপত্নীদিগের কি বলিয়া শরণাগত হইব. যাহা হউক যেপর্য্যন্ত প্রসূতবতী না হই, তাবৎকাল সবিতৃ নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া তপঃ সাধনে যত্নবতী হইলাম, যাহাতে জন্মান্তরেও তোমাকে স্বামী বলিয়া পাই তাহার বিপ্রয়োগ না হয়, পরে সীতার বাক্য সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ কহিলেন দেবি, আপনি যাহা বলিয়া দিলেন তৎসমুদয় আমি মহারাজকে জ্ঞাতকরাইব অনন্তর রথারোহণে অযোধ্যাভি মুখে প্রস্থিত হইলেন।

তাপসকুমার, একি সাধারণ খেদের বিষয় তাদৃশী অবস্থাপন্ন সীতা অসহায়িনী হইয়া নিবিড় কান্তারের সন্নিহিত পড়িয়া রহিলেন, তপোবন, পবন গঙ্গাবনই সতীত্বরার কথার দোসর হইয়াছিল, পতিব্রতার দুঃখ বাক্যের শ্রোতা স্বীয় শ্রবণ বই আর কিছুই ছিলনা, পরিবেদিতাক্ষর পদবিন্যাসের নৈপুণ্যে ত্রিলোক বিমোহিত হইয়াছিল, বৎস, সীতা সাধারণী প্রকৃতি নহে, নিরতিশয় পাণ্ডিত্য বিশেষতঃ শ্রীরাম হইতে লব্ধ শিক্ষা, শিক্ষাকল্প প্রভৃতি নানা শাস্ত্রার্থ পারদর্শিনী ছিলেন। একে স্বভাবতঃ

মধুরভাষিণী আনন্দময়ী জানকী কাহারো সহিত কথা কহিলে ত্রিলোক প্রসন্ন হইত, সেই মুখে বিলাপ বচনাবলী শ্রুত হইলে যাহার চিত্ত দয়াতে আর্দ্র না হইয়াছিল, ত্রিপিষ্টপ মধ্যে এমত প্রাণী ছিলনা।

সংপ্রতি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছি, চিত্তে তাদৃশী স্ফূর্ত্তি নাই, এবং সীতার বিলাপ বাক্যও সমুদয় স্মরণে আইসে না, যৎ কিঞ্চিৎ যাহা মনে উদয় হয় তাহাই বলিতেছি অবধান কর। লক্ষ্মণের স্যন্দন ক্রমে সীতার দৃষ্টি পথ অতীত হইয়া গেল, সাধ্বী বিপিন কুহরীর মধ্যে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন, পতিপ্রাণার ক্রন্দন দেখিয়া শিখিকুল নৃত্যে ঔদাস্য অবলম্বন করিল, তরুবল্লীগণ কুসুম ত্যাগ করিল এবং মৃগীরা পরিগৃহীত তৃণ কবল বদন হইতে নিক্ষেপ করিয়া সাধ্বীর অনুমোদন করিতে লাগিল, পতিব্রতা হা, তাত, হা, মাতঃ, হা, ভ্রাতঃ, হায় কি হইল, নাথ সত্ত্বেও অনাথিনী হইলাম, হা বিদেহ নগর বাসিগণ, তোমরা একবার এ হতভাগিনীর দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও এই মহারণ্যানী মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্রের ভক্ষ্য যোগ্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পর্য্যাকুল লোচনে বনস্থলী বিলোকন করিতে লাগিলেন, অতি ঘোরতর বন জন্তু মানবের গতি বিধি নাই, ক্রমে অন্তরে ত্রাসের আতিশয্য হইতে লাগিল, যূথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় হরিণী নয়নী বেপথুমতী ও সচকিতা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নয়নযুগল নিমিলন উন্মিলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কণ্ঠ নিরাম ক্ষাম হইয়া উঠিল, উদ্বেগ রাখিবার আর স্থান রহিল না, ভয়ে ভামিনীর বিকসিত কমল বদন ম্লান ভাব আপন্ন হইল, সুচারু কুন্তল আলুলায়িত, বস্ত্রাঞ্চল ধূলায় বিলুণ্ঠিত, নীবী স্খলিত, হইয়া গেল, বিধুবদনীর বিধুরতার আর শেষ রহিলনা।

বৎস ঋষিতনয়, আর বলিতে পারি না, সীতার দুঃখ চিন্তা করিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যায়, একে ভাগীরথীর প্রতীর বর্ত্তিনী ভূমি শৈকতময়ী তাহাতে তপনতাপে সন্তপ্ত হইয়াছে, কার সাধ্য ঐউষ্ণ বালুকাতে চরণ নিঃক্ষেপ করে, সতীর কোমল রক্ত শতদল সন্নিভ পদতল, দগ্ধ বিশিষ্ট হইল, পাছে কোন আঘাত উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় শ্রীরাম যে পাদযুগলকে নিয়ত উৎসঙ্গে সংস্থাপন করি-তেন, পদবিহরণে পাছে দেবীকে আয়াসযুক্ত করিতে হয়, এই ভয়ে যাঁহার অন্তঃপুর মধ্যেও স্ত্রী বাহ্যযান নিয়ত প্রস্তুত থাকিত। ঋষিকুমার, সেই চরণ কি উষ্ণবালুকায় বিন্যাসের যোগ্য, সীতা মৃতাপ্রায়া হইয়া অতি কষ্টে একটি তরুতল অবলম্বন করত প্রাণ ধারণ করিলেন, অদ্বিতীয়া অসহায়া বৃক্ষছায়াতে পতিতা হইয়া নির্মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন, বোধ হয় শাখী যেন একটি হিরণ্ময়ী কলিকা মূলদেশে বিস্তার করিয়া ছায়ারূপ সুশীতল বাহুলতা দ্বারা রক্ষা করিতেছে, রবিকর প্রতিহারি স্বরূপ হইয়া চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং বিহঙ্গাবলী কাণ্ডশাখা পল্ল-বাদিতে আসীন হইয়া কলকল রবছলে সাবধান সাবধান বলিতেছে। হা, কতাক্ষি বই সীতার মুখে আর কথাটি নাই, হা, অযোধ্যা নগরী আমি কি তোমার সপত্নী ছিলাম, তাই আমাকে বনবাস দিয়া স্বামিসহ একান্তে ক্রীড়া কৌতুক রহস্যে অবিরাম কাল হরণ করিতে ইচ্ছা করি-য়াছ। হা, পুরবাসিগণ তোমারদের চরণে এমত কি অধীনী অপরাধিনী হইয়াছিল যে রোষপরবশ হইয়া আমাকে অরণ্য চারিণী করিয়া মনে সুখ লাভ করিলে। রে দুষ্ট, আমি তোর এমত কি ক্ষতি করিয়াছিলাম, যে আমাকে ক্রোড়ে করিয়া এই জনশূন্য অরণ্য মধ্যে নিঃক্ষেপ করত মনোরথ পূর্ণ করিলি, হা, লক্ষ্মণ তুমি আমার অগ্নি

কাল বিরাজমান হউক, তুমি পরম সুখে রাজ্য লক্ষ্মীর সহিত কাল হরণ কর, এ পাতিব্রত্য স্বভাবশীলা দুঃশীলার চন্দ্রবদন আর দেখিতে হইবে না, হায় অধীনীর ভরণ পোষণ এতই কি ভার বোধ হইল, এদীনার মুখ ও সুখ দেখিতে এতই কি কাতর হইতেছিলে তাই একেবারে চির-বনবাসিনী করিলে, হা, পিত জনক তুমি শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি অসাধারণ গুণজ্ঞ বিজ্ঞ সুকুমার রাজকুমারের হস্তে আমাকে ন্যাস্ত করিয়াছিলে,তোমার কিছু মাত্র দোষ নাই, এ অভাগিনীর ললাটের লিখন কে খণ্ডিতে পারে হা, আর্য্য-পুত্র, রাবণ হরণ করিলেও এমত দুঃখ হয় নাই, তাহাতে উদ্ধারের সমূহ চেষ্টা পাইয়াছিলে, সংপ্রতি আর চরণ কমল দর্শন পাইবনা, আর তাদৃশী মোহিনী আকৃতি নয়ন পথে প্রতীয়মান হইবে না আর সে চন্দ্রবদন মন ভরিয়া দেখিতে পাইব না, এই খেদেই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

ভাল,স্ত্রীজাতি সহজতঃ পাপচারিণী, পাপাশয়া, অনা-য়াসে দুষ্কৃত বর্ত্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে কেননা দয়িতা কুলের এমত বিজ্ঞতা বিচক্ষণতা দাক্ষিণ্য নৈপুণ্য শক্তি নাই, যে তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের সদসৎ সুনিগূঢ় মর্ম্ম ও অভি-প্রায় অবধারণ করিতে সমর্থা হয়, প্রাকৃতিক চপল চরিত্রা, বিবেচনা বিচার বুদ্ধি বিহীনা, হঠাৎ যে বিগর্হিত কর্ম্ম না করে তাহাই বহুমানিতে হয়, আর্য্যপুত্র, তুমি অভিজ্ঞ, পণ্ডিতোত্তম বিচারপতি, রাজাধিকরণে নিযুক্ত আছ, বল দেখি এমত অসামান্য অবিচার পথে কেমন করিয়া পদা-র্পণ করিলে, অধর্ম্মের ভয় কিছু মাত্র হইল না, অবহেলে অন্যায়ে অবিচারে অন্তর্বত্নী সহধর্ম্মিনীকে বনসাৎ করিলে, অথবা অভাগ্যবতীর অদৃষ্টেরও সমুদয় ঘটিয়াছে তোমার দোষ কি। সম্পত্তিশালী জনগণ স্বীয় ভূয়িষ্ঠ দোষকে

অপমান করিয়াও গণনা করে না, চিরকাল বনে বনে বল্কল পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতে এ অভাগিনী পদসেবা করিত, লক্ষণ ভক্ষণ যোগাইত, এখন রাজা হইয়াছ জগতের উপর প্রভুত্ব পদ সংস্থাপন করিয়াছ, আর কি সে দিন আছে, হা, সম্পত্তি, তুমি যাহাকে আশ্রয় কর, তাহার আর কিছুমাত্র পদার্থ রাখ না, বুদ্ধি বিদ্যা বিচার বিবেচনাকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে অজ্ঞতানদী তরঙ্গে ভাসাইতে থাক, তোমার কৃপায় লোক ত্রিলোক শরাবের ন্যায় বোধ করে, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

প্রাণপতে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ বলিয়া নিতান্ত অধীরা নহি, কিন্তু তোমার অবিচারিত কর্ম্মই আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে, তুমি বাঙ্ময় সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ অধীতবেদবেদাঙ্গ, বিচারপতি, ন্যায়তঃ প্রজাপালনে প্রবৃত্ত আছ, তুমি আমাকে সর্ব্বদা এই উপদেশ দিতে, প্রিয়ে, দম্পতীরা পরস্পরের কৃত পাপের ভাগী পরস্পর হইয়া থাকে, সাবধান হইও, যেন কোন অংশে পাপ স্পর্শ হয় না, ভাল, আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তাহার অংশী তুমিও হইয়াছ, আমার যেমত অরণ্য বাস রূপ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত করাইলে তুমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি প্রকার কর যেন শুনিতে পাই। হা, কৈতব, তুমি এই আমাকে সুচারু ঊরুদেশে উপবেশন করাইয়া বলিলে, প্রণয়িনি, তুমি আমার হৃদয়ে অম্লাননলিনীর ন্যায় নিয়ত বাস করিতেছ, নিদ্রাবস্থাতেও তোমাকে বিস্মৃত নহি, তোমার অদর্শনে পলক কালও প্রলয় সমবোধ হয়, হা, ধূর্ত্ত, এমত আরোপিত সরলতা ব্যবহার কাহার নিকটে শিক্ষা করিয়াছিলে, এমত পরিতোষ পদবিন্যাসের উপদেশক কে, তাহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম। হে স্বামিন অবিচারিত কর্ম্ম দ্বারা রাজাদের নিরয় যাতনা ভোগ করিতে

হয়, তুমি সর্ব্বসমক্ষে আমার প্রতি সমূহ অবিচার্য্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে প্রিয়তম, আমার এই একটি মহতী ভাবনা, পাছে তোমাকে তাদৃশ দুঃসহ নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, হা, বিধাতঃ প্রাণেশ্বরের অবিচার গত কর্ম্মের ফল যেন এ অধীনীকে আশ্রয় করে, পতির ভাবিক্লেশও আমার দুঃসহ বোধ হইতেছে যে, পাছে আমি ত এখন গঙ্গা সলিলে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিব, অথবা হিংস্রক জন্তু কর্ত্তৃক ব্যাপাদিতা হইব, দুর্গা, স্ত্রীর প্রাণ ধারণে কি প্রয়োজন, কিন্তু আমার গর্ভগত তোমার পুত্রগুলে সংপৃক্ত হইবে, এ বিবেচনাও একবার চিত্তে উদয় হয় নাই যে পুত্র কন্যা ও হত্যার পাপ ভাগী হইলাম, অথবা রাজারা ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া অধর্ম্ম কর্ম্মকে পাপবহ করিয়া জানিতে অপারগ, প্রিয়, তুমি বলিতে ধনবান লোকের পক্ষে পদে অধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, প্রাণাধিনি, আমি যদি রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হই যাহাতে অধর্ম্ম না জন্মে এমত সাবধান হইব, এবং তোমার উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিব, হায়, সকলই বিস্মৃত হইলে, নির্জ্জন রহস্য কিছুই মনে হইল না।

সংপ্রতি বিনোদন কানন তোমার সরল মনকে কি প্রকার পরিতৃপ্ত করিতেছে বোধ করি এক্ষণে ক্রীড়ারামের সৌভাগ্য লক্ষ্মী উপস্থিতা হইয়া থাকিবে, হায়, আমার অভিলাষানুরূপ যে দোলা স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, সে দোলায় এখন কোন নব প্রণয়িনীকে সাদরে দোলাইতেছ। কোন নবীনা বিলাসিনী দোলায়মান দোলা হইতে পতন ভয়ে বিমুগ্ধ হইয়া তোমার কণ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক অপার আনন্দ প্রদান করিতেছে। সংপ্রতি বিলাসাগার কি অবস্থায় আছে, এখন কোন চারুঙ্গী তোমার মৃদুল চরণযুগল বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া বিনোদ শিখরে সমাসীনা হইয়া কোমলতর করপল্লব দ্বারা সেবা করিতেছে, হায়, হায়,

প্রাণপতে, সকলই হইবে, কেবল এ অধীনী জন্মের মত গেল, হা, দগ্ধকাল তোমার চরণে নমস্কার, তোমার অসাধ্য কিছু নাই, এই আমি প্রণয়ব্রতের অস্কবর্তিনী হইয়াছিলাম, এই মাত্র হাব ভাব বিলাস বিভ্রম বিস্তার করিয়া প্রিয়তমের চিত্তমোদন করিতে ছিলাম, হায়, পরক্ষণে এই দুঃসহ দুর্দ্দশা ভাগিনী হইতে হইল, হা, রাজসিংহাসন, তুমি কি স্বামি সহ আমাকে বহন করিতে এমত কাতর হইয়াছিলে, হা, অবরোধ, আমি তোমারত কিছু মাত্র অপরাধ করিনাই, হা, অট্টালিকে, তোমার উপরে আমিত গর্ব্বের সহিত কখন পাদক্ষেপ করি নাই, হা, অন্তঃপুরসরসী, তোমার জলময়ী তনুকে দোলা কখনও ব্যামোহ দেয় নাই, হা, রাজ্যলক্ষ্মি, আমি অহরহ তোমারত চরণ বন্দন করিতাম, হা, রে কিঙ্করীগণ তোমাদিগকে কখনত অপ্রিয় কহি নাই, হা, অনুরঙ্গিনীবর্গ তোমাদের ইচ্ছা আমার নিকট কখনইত প্রতিহতা হইতনা, হায়, হায়, প্রাণপণে সকলের মনের মত কর্ম্ম করিয়াও স্বামিসহ অবস্থান করিতে সমর্থ হইলাম না,

যা হউক এ পোড়া প্রাণ আর রাখিবার আবশ্যক নাই, ভগবতী গঙ্গে তোমার সলিলে বিগতপ্রাণির সন্তাপ তুমি স্বয়ং বহন কর, পরত্রে মোক্ষ ও অক্ষয় সুখ দানকর, সংপ্রতি এ দুঃখিনী দুষ্কারিণী তোমার জীবনে জীবন ত্যাগে স্থিরনিশ্চয়া হইয়াছে, পবিত্র জলে মদীয় দেহ পবিত্র কর, এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে বাষ্পপটলে নয়ন আকুল হইয়া উঠিল।

বৎস ঋষিকুমার, আয়ু মর্ম্মকে রক্ষা করে, যথাকাল উপস্থিত না হইলে স্বয়ং ও মরিতে পারায় না, আমি আশ্রম সন্নিহিত তমাল তরুতলে আসীন হইয়া ছাত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইতেছি, অনপলক্ষ্য কে যেন আসিয়া বলিল,

তপোবনের সন্নিকর্ষে ভাগীরথীর শিকতাময় তটের অদূরে একটি স্ত্রী আত্মঘাতিনী হইতে ইচ্ছাবতী হইয়াছে, তুমি শীঘ্র যাইয়া রক্ষা কর।

বৎস, একথা শুনিবামাত্র অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া স্ত্রীবধ ভয়ে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া প্রস্থিত হইলাম, অত্যন্তস্থবির হইয়াছি চক্ষের সত্বা তাদৃশী নাই, অতি দূর হইতে ঐ স্থান লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, বোধহইল,জাহ্নবীর রোধোগত শ্যামলদল অশোক শাখিতল আলোকরিয়া লাবণ্যময়ী কি এক অনির্ব্বচনীয় রত্নমালা ধূলীতে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, শিষ্যবৃন্দেরাও নানা প্রকার অনুমান করিতে লাগিলেন, কেহ বলেন না মহাশয়, ভগবতী বনদেবতা ভাগীরথীতে অবগাহনার্থ গমন করিয়াছিলেন, সংপ্রতি আতপকাল ঐ স্থানে অতি বাহন করিতেছেন,কেহ কহেন না, দেবী ভাগীরথী তরুতলে একান্তে আসীনা হইয়া স্বীয় জলময়ীতনুর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, অপর না মহাশয়, আমার বোধ হয় মূর্ত্তিমতী তপস্যাই আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, অন্য উঁহুঁ, দীপনশীলা গায়ত্রী গঙ্গার উর্ম্মীমালীর লালিত্য অবলোকন করিতেছেন, এই প্রকার জল্পনা করিতে করিতে ক্রমে অদূর বর্ত্তী হইলাম।

ঋষিকুমার, তাদৃশী লাবণ্যময়ী কৃশাঙ্গী আমার নয়ন পথে কখন পড়িয়াছিলে এমত স্মরণ হইল না, কিন্তু পরিচিত পুর্ব্বার ন্যায় সতৃষ্ণনেত্রে আমি যেমত অনিমেশ বীক্ষণ করিতে লাগিলাম, সে সুলোচনাও আমাকে তাদৃশ হর্ষোৎফুল্ললোচনে অনুক্ষণ পর্য্যবীক্ষণ করিতে লাগিল, অন্তেবাসিগণ অদৃষ্ট পুর্ব্বা সেই ত্রিভুবন সুন্দরীর তপ্তকাঞ্চন কান্তি তিরস্কৃত কমনীয় কান্তি বিলোকন করিয়া সকলেই নিস্পন্দ ও অবাক্ হইয়া রহিল,অনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করি-

লাম, শুভে, তুমি কে, একাকিনী এই বিবিক্ত বিপিন প্রান্তবর্ত্তিনী হইয়া কি আশয়ে আসীনা রহিয়াছ, তুমি কোন্ নগরীর অধিদেবী, এবং কোন পুরুষর্ষভকেই বা বিরহবেদনায় বিধুর করিয়াছ, মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গিয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় মুহুর্মুহু উৎপাট্যমান অবিরল জলধারায় ধরা প্লাবিত করিতেছে, তোমার এমত দুরবস্থা কে করিল, মাতঃ, আমাকেও আমার শিষ্যমণ্ডলীকে পরস্ত্রী বিমুখ প্রবৃত্তি জানিয়া স্বরূপ সম্প্রকাশ কর, বৎসে, এই দিনযৌবনসময়ে প্রচণ্ড চণ্ডরশ্মির রশ্মি তরুদলমালার মধ্যভাগ দিয়া নির্গত হইয়া তোমার সুধাময়ী শরীর কান্তিকে পরিম্লান করিতেছে, তোমাকে নিরতিশয় উৎকণ্ঠায় পীড্যমানা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদারিত হইতেছে, মাতঃ, তোমার বনগমন বৃত্তান্ত আরে অভিব্যক্ত করিয়া আমার বিষণ্ণ চিত্তকে প্রফুল্ল কর, তোমার দুর্দশা আমাকে সাতিশয় ব্যামোহ দিতেছে সত্য পরিচয় দাও।

তপোবনের অবিরতদর্শনীয় মহর্ষি কৃত প্রভাপুঞ্জ, অথচ আহ্লাদময় কলেবর অবলোকন করিবামাত্র সীতার তাদৃশী শোকানলশিখা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল, প্রশান্ত মহর্ষির মূর্ত্তি স্নানবিহীন দুঃখ্যায়মান হৃদয়ের হ্লাদনীয়া হইল, অন্তর শান্তরসে পরিপূর্ণ হইতে আর অবশেষ রহিল না। অনন্তর সীতা শিথিলিত বসনে সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া সুমধুর স্বরে আত্ম বৃত্তান্ত ও বনগমন তাবৎ কারণ অভিব্যক্ত করিলেন।

মুনিতনয়, আমি সমাধিতে সীতার সমুদয় বৃত্তান্ত বিদিত হইয়াছিলাম, তথাপি একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধে ব্যাগ্রতা শুনিলাম, এবং আত্ম মনোগত ভাব শিষ্য মণ্ডলীর নিকট গোপন করিয়া রাখিলাম. বলিলাম বৎসে, শ্রীরামচন্দ্র মিথ্যাপবাদে কুণ্ঠিত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ

করিয়াছেন, ইহা আমি প্রণিধান দ্বারা জানিয়াছি তাহাতে তুমি ব্যথিতা হইও না, এবং আত্মাকে অবধীরণাও করিও না, তোমার পাতিব্রত্যধর্ম্ম লোকাতিগ, ইহা বিশিষ্ট রূপ জানি, পরে সীতাকে আশ্রমে লইয়াগিয়া বলিলাম, সতীত্তরে, আমার এই নিকেতন এক প্রকার তোমার জনকের ভবন করিয়া জানিও, কেবল বিষয় ভিন্ন মাত্র অর্থাৎ তোমার পিতা জনক-রাজা, আমি তপস্বী, যাহা হউক শ্রীরামচন্দ্র ত্রিলোকের বৈরিনির্য্যাতন করিয়াছেন সত্য প্রতিজ্ঞ, অবিকথন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তোমাকে অকস্মাৎ এই অবস্থান্বিত করাতে তাঁহার প্রতি আমি সংপূর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়াছি। চন্দ্রসদৃশ কীর্ত্তিমান তোমার পিতা, আমার পরমবন্ধু, তুমিও পতিদেবতাগণের অগ্রগণ্যা অতএব তোমার প্রতি আমার সর্ব্বতোভাবে অনুকম্পা আছে, তুমি নির্ভয়ে আমার এই তপোবনে অবস্থান কর, কোন হিংস্রক সত্ব দেখিয়া ভীতা হইও না, কেননা তপস্বি সংসর্গ প্রযুক্ত তাহারা বিনীত ভাব আপন্ন হইয়াছে, তুমি এই স্থানে প্রসূতবতী হইবে, আমি তোমার পুত্রের সংস্কারাদি যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা অনুষ্ঠান করিব এবম্প্রকারে সীতাকে প্রবোধ দিয়া তপস্বিনীদিগের হস্তে বৃত্তান্ত বর্ণনের সহিত সমর্পণ করিলাম।

অনন্তর রামপত্নী সীতা বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন, একথা তপোবনের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া উঠিল, ঋষিও ঋষিপত্নীগণ সমুৎসুক হইয়া সাধ্বীকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। জানকী একে প্রাকৃতিকী সুদৃশ্যা তাহাতে প্রথমা গর্ভবতী এবং দোহদলক্ষণ সকল সুব্যক্ত হইয়াছে পতিপ্রাণার সুমধুরমাধুরিও রূপ লাবণ্যে তপোবন আলোকময় হইল, নিরুপদ্রব স্বভাব ঋষিকন্যাগণের সহিত কুশ কুসুমাদি আহরণ, অনুরূপ সেচন ঘটে তরুলতাদির আলবাল বন্ধন পূর্ব্বক অভিষেচন, এবং

ফলমূলাদির অন্বেষণ করত সীতা কালযাপন করিতে লাগিলেন অনন্তর যথা সময়ে প্রসববেদনা উপস্থিত হইল, সীতার সৌভাগ্য বলে প্রসবসামগ্রিক দ্রব্যাদির কিছুই অভাব হইল না, তাপস ঋষিগণ এবং আমার শিষ্য সকল মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পর্ণময় আরিষ্ট নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শুভচারিণী শুভলগ্নে সর্ব্বসৌভাগ্য শুভ লক্ষণযুক্ত যুগল সন্তান প্রসব করিলেন, অভুবন সুলভ শিশুযুগলের রূপ মাধুরির প্রতিভায় সূতিকাগার অদ্ভুতপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল, বিশাল বক্ষঃস্থল, উন্নত নাসিকা, আয়তললাট ফলক বিশিষ্ট এবং সর্ব্ব স্বামি সুলক্ষণ সম্পন্ন, শিশুযুগল উৎসঙ্গে ধারণ করিয়া কৃশোদরী সীতার শোভার সীমা রহিলনা, বালু-কাময় তটে অম্ভোজদল স্থিত হইলে জাহ্নবী যেমত শোভ-মানা হয় সাধ্বী তদোধিক প্রতিভান্বিতা হইয়াছিলেন, পুত্র বদনেন্দু বিলোকন করিয়া সীতার আহ্লাদ ও বিষাদ উভয়ই সমুপস্থিত হইল, সাধ্বীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া দুঃখের সহিত তখন আশ্বাস প্রদান করিলাম, বলিলাম, বৎসে, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন না ইহা বলিয়া দুঃখিতা হইওনা, কেননা পুত্রমুখ দর্শন করিলে পুন্নাম নরক যাতনা ভোগ হয় না, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র নিরপরাধে তোমাকে যে বনবাস দিয়াছেন তজ্জন্য অধর্ম্মে তিনি পুত্রবদন বিলোকন সুখে সংপ্রতি বঞ্চিত রহিলেন, ঐ পাপক্ষয় কামনায় রামচন্দ্র কোন যজ্ঞ করিবেন, পরে ঐ সৎক্রিয়ায় পাপ বিমোচন হইয়া পুণ্যোদয় হইলে তোমার এবং তোমার সুতযুগলের মুখ দর্শন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ মানিবেন, সংপ্রতি অন্তর্গত দুঃখ অপনয়ন কর, অবিলম্বেই সে সময় উপস্থিত হইবে।

এই প্রকার প্রবোধবচনে সান্ত্বনা করিয়া পুত্র যুগলের জাতেষ্টি প্রভৃতি তাবৎ সংস্কার নির্ব্বাহ করিলাম। প্রতি-

বেশধারি ঋষিগণ সীতামৃত দর্শনলালসায় নিয়ত যাতা-য়াত করিতে থাকেন। লব অর্থাৎ গোপুচ্ছ ও কুশ দ্বারা পুত্র দ্বয়ের জন্ম কালীন গাত্র মার্জ্জনা করাণিয়াছিল এ জন্য লব-কুশ নামই প্রসিদ্ধ হইল, দুঃখিনী তনয়যুগলের লালন পালন করেন অশিক্ষিত বুদ্ধি তপস্বি কন্যাকাগণ অকপট সৌহার্দ্দ ও অকৃত্রিম স্নেহ পরবশ হইয়া সাধ্বীর পরিচারিণী পদে নিযুক্ত হইয়া অভিমতানুয়ায়ী কর্ম্ম সম্পা-দন করে, উপচীয়মান যুগল সূনুর অস্পষ্ট অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণে আত্মাকে চরিতার্থ অনুমান করিয়া সীতা কাল হরণ করিতে থাকেন।

কালের গতি কিছুই বুঝা যায় না, শ্রীরাম যেকালে সীতাকে বনবাস দিয়া ছিলেন সেকাল নাই, শুনিলাম পত্নী পরিত্যাগের অবসানে সাম্রাজ্য কার্য্য নির্ব্বাহে ঔদাস্য অবল ম্বন করিয়াছেন, সীতা বিরহে প্রথমতঃ সপ্তাহ অন্নপানাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদে-শানুসারে অনেক ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়াছেন, এবং স্বর্ণময়ী সীতার প্রতিকৃতি সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিত কাল যাপন করিতেছেন। বিনাপরাধে পত্নী পরিত্যাগ জনিত অধর্ম্মে রাজ্যলক্ষ্মী অযোধ্যা হইতে প্রস্থিত হইয়া-ছেন, রাজ্য মধ্যে নানা অত্যাচার উপস্থিত হইতেছে, অকালমৃত্যু, প্রজাবর্গ নিঃস্ব, বিবাদ, বিসম্বাদ, প্রভৃতি নানা উৎপাত জন্মিতেছে। অবশ্য কোন অধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকিবে, না হইলে রাজ্য মধ্যে এমত উৎপাত কেন হয় এই প্রকার নানা সংশয়াক্রান্ত হইয়া শ্রীরাম সর্ব্ব পাপক্ষয় কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিতে মনোনীত করিলেন।

উপস্থিত হইল, আমি তৎকালীন লবকুশকে তপোবন রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছিলাম। কটীতটনিবদ্ধ কৌপীন শরাশন তূণীর ধারণ পূর্ব্বক তপোবন বিঘ্ন বিনাশ করত লবকুশ সীতার চখে চখে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়, ক্ষণকালও চক্ষের অন্তরাল হয় না, ঘটনার কথা কি বলিব ঐ দিন লবকুশ জননীকে অন্যমনস্কা দেখিয়া বালক স্বভাব প্রযুক্ত ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইয়া দূরবন গমন করিল, দেখিল মনোহারি লালিত্য ও গতিবিগতি প্রকারে একটি অশ্ব অসহায় ভ্রমণ করিতেছে, পরম কৌতুকী হইয়া লতাপাশে তুরগ বন্ধন করিয়া শিরস্থ জয়পত্র দর্শন করিল অনন্তর পাঠ করিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল ভ্রাত, কুশ দেখিয়াছ, হয়শিরে কি প্রকার বিজয় পত্র লিখিয়াছে, যে বীর হইবে সেই এই অশ্ব আবদ্ধ করিবে, ভ্রাত আমারা কি বীর নহি, আইস ঘোটককে বন্ধন করি অনন্তর শাখিশিফাতে তুরগ সংযত করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইল।

সীতা লবকুশের ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছিলেন, সম্মুখীন দর্শন করিয়া আহ্লাদের সহিত উটজে আসিলেন। অশ্বরক্ষকগণ বদ্ধঘোটক উন্মোচন করিতে পারিল না, সে দিন সেখানে তাহারা অবস্থিত হইল, এবং পরদিনের তুরগ সংযত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, অন্যেদ্যুঃ লবকুশ ঐ সময়ে সমাগত হইয়া অশ্বরক্ষক সৈন্য সামন্ত নানা অস্ত্রধারি লোক দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার অশ্বকে সংযত করিতে লাগিল, ঐ সকল বীরবর্গকে দেখিয়া কিছু মাত্র অন্তরে শঙ্কা উপস্থিত হইল না, অশ্বের অনুযাত্রিকগণ বালকযুগলের রূপ লাবণ্য ও শারীরিক প্রভাপুঞ্জ বিলোকন করিয়া বলিল, অরে ও শিশূত্তম, তোমারা কে, কেনই বা অশ্বকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, অরেও বাপু, এটি মহারাজের যাজ্ঞিক

অশ্ব, তিন দিগ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে, কোন দিগ্ দেশস্থ বীর পুরুষেরা মহারাজের ভয়ে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, তোমারা দুইটি শিশু, কিছুমাত্র যুদ্ধ বিক্রম জাননা, এখনি শত্রুঘ্ন আসিয়া তোমাদিগকে পরাজয় করিয়া অশ্ব লইয়া যাইবেন, সে ত ভাল নয়, অতএব উন্মোচন করিয়া দাও, তোমাদের অশ্ব আরোহণে যদি অভিলাস থাকে তবে বল, অপর বাজী দিতেছি, এটি দিগ্ বিজয়ী হয় ইহাকে চাহিলেও দিতে পারিব না এই সকল কথা শুনিয়া লব কহিল, কি দিগ্-বিজয়ী ঘোটক, আমারা দুই ভাই থাকিতে, ভাল, তোদের রাজাকে অগ্রে ডাক, আমাদিগকে পরাজয় করিয়া অশ্ব লইয়া যাউক, আমারা দুই ভাইকি বীর নহি, এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমারা থাকিতে দিগ বিজয়ী হইবে, অরে ও সৈন্যগণ তোদের রাজা কোন্ কোন দিগ জয় করিয়াছে, বোধ করি, সে সকল দিগ ছোট ছোট হইবে যাহা হউক বিনা যুদ্ধে কথায় আমারা মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনের দিগ জয় করিতে দিব না।

সেনাগণ সকলেই পরিহাস পূর্ব্বক লবকুশকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছুক হইল, ঐ সকল কথার কিছু মাত্র প্রত্যুত্তর দিলনা, ভাবিল বালকস্বভাবতঃ অসম্বদ্ধ প্রলাপী হইয়া থাকে বিশেষতঃ ইহারা দুইটি অরণ্য বাসী, কিছুমাত্র কথোপকথ-নের প্রথা জানে না কেইবা ইহাদিগকে শিখাইবে, আহা, শিশুকাল কি সুখের কাল, রাজা প্রজা সমজ্ঞান, কি মহৎ কি ক্ষুদ্র সকলেরই উপর সমান ভাব, চিত্তে কিছু মাত্র শঙ্কার উদয় হয় না, লজ্জা ভয় কাহাকে বলে তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি নাই। অহে ও সৈন্যগণ দেখিয়াছ, দেখ দেখ, বালক কি চঞ্চল চিত্ত, এই মাত্র আমারদের সহিত কথা কহিতে ছিল ঐ দেখ একটি মৃগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, আহা, কি আশ্চর্য্য, ঐ দেখ আবার প্রত্যাগত হইতেছে আহা, বালক দুই-

চিত্র কি অনুপম মাধুরি, দেখিবার সঙ্গর বোধ হয় যেন স্বারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া শশিসূর্য্য তপোবনে মহর্ষিবর্গের তপঃ প্রভাব বিলোকন করত ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছেন, আহা, ও সৈন্যগণ তোমরা কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছ, কি, বলিছ, পার নাই, আমার বোধ হয় তাপস গণের তপঃ প্রভাবে যে একটি সুকৃত তরুর উদ্ভব হয়, ঐ বৃক্ষের পুণ্য পাবন নামক দুইটি ফল শরীরী হইয়া তপস্বিদিগ্যের তপোবন বিঘ্নবিনাশ করতঃ তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে, আহা, পুণ্য যে পুণ্যবানকে রক্ষা করে তাহা অদ্য প্রত্যক্ষ গোচর হইল, যাহা হউক শিশুযুগলকে অনিমেষ লোচনে দর্শন করিয়াও নয়ন মনপরাবৃত্ত হইতে চাহে না, ইহাদিগকে কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়া ভুলাইয়া একবার ক্রোড়ে করি দেহ ধারণ সফল হউক।

অনন্তর কোন সেনানী এই কথা বলিয়া লবকুশকে আহ্বান করিল, দুই ভাই নিঃশঙ্কায় নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল কি বলিতেছ, আমারা বিনা যুদ্ধে ঘোড়া ছাড়িয়া দিব না, সেনাপতি ওকথার উত্তর না দিয়া কহিল, অহে ও শিশুযুগল অনেক বেলা হইয়াছে এ পর্য্যন্ত তোমারা কিছু ভোজন কর নাই, আমি কিছু খাদ্য সামগ্রীদিতেছি গ্রহণ কর, আইস, এই বলিয়া কোলে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, লবকুশের শারীরিক সমধিক প্রাগল্ভতা বিশেষতঃ রামানুজ, তাহাতে আমার তপঃ প্রভাব জাগরুক রহিয়াছে, সামান্যবল সেনাপতি কিছুতেই উত্তোলন করিতে পারিল না, লবকুশ হীহী করিয়া হাসিতে লাগিল, বাহিনীশ লজ্জায় অধোবদন হইয়া ফিরিয়াগেল, ছেলে দুইটি বড় ভারি আঁটিতে পারিলাম না, এবং অপর অন্যান্য অনেকেই ঐ প্রকার অপ্রস্তুত হইয়া প্রতি নিবৃত্ত হইল, পরে হনুমান বীর

দর্প করিয়া আমি ক্রোড়ে করিতেছি বলিয়া নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

কুশ লবকে কহিতেছে দাদামহাশয়, এই একটা মুখ-পোড়া আমাদিগকে কোলে করিতে আসিতেছে, আমি ইহাকে চিনিয়াছি, পিতা বাল্মীকি রামায়ণে যে বানরের বর্ণনা করিয়া কহিয়াছিলেন, এটা সেই বানর, ঐ দেখনা, মুখপোড়া, মস্ত লেজ, লব কহিল, ভ্রাত কুশ ঠিক অনুমান করিয়াছ, এটা বানর বটে, আগেতে যুদ্ধ কর, সকলকে পরাজয় করিয়া বানরটাকে ধরিয়া মায়ের কাছে লইয়া যাইব, মা কখন বানর দেখেন নাই, দেখিয়া আমারদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন, সংপ্রতি সাবধান, এটা যেন আমাদিগকে তুলিতে না পারে অনন্তর হনুমান লবকে উৎসঙ্গবর্ত্তী করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। কিছুতেই তুলিতে পারিলনা, কুশ সহাস্য বদনে হনুকে কহিল, অরে ও বানর, একি গন্ধমাদন পর্ব্বত, তাই অবহেলে তুলিবি, তোদের রাজাকে ডাকিয়া আনগে, সে কেমন বীর আমারা দেখিতে চাই, হনুমান অবনত মুখে ফিরিয়াগেল, পরে লজ্জায় অপমানে তাবৎ সৈন্য দুঃখিত হইয়া সক্রোধে বলিল, ওরে, ও, অশ্ব ছাড়িয়া দিবি ত দে, নহিলে এক কিলে যমালয়ে পাঠাইব।

লব কুশ সদর্পে কহিল, কি যমালয়, আয় দেখি কে কাহাকে যমালয়ে পাঠায়, কটি দেশে দৃঢ় রূপে কৌপীন বদ্ধ করিয়া লম্ফ উল্লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কার সাধ্য লবকুশের পুরোবর্ত্তী হইতে পারে, মুষ্টি চপেট পদাদির আঘাতে ক্ষণকাল মধ্যে তাবৎ সৈন্য ক্ষত বিক্ষত ও মৃত প্রায় হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল, ক্রোধে অরু-ণায়মান নয়ন যুগল, লব কুশের তনুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে

বোধ হয়, যেন সমরকুণ্ডে মূর্ত্তিমতী দুইটি অগ্নিশিখা দিগ্‌ দেশ দাহ করিতেছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া ভগ্ন দূত লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন দিগকে এই ব্যাপার আবেদন করিল।

লব কুশ সে দিন সেই প্রকার বিক্রম প্রকাশ করিয়া অশ্বকে পুনর্ব্বার নিকাম বদ্ধ করত মাতৃ সন্নিধানে যথা সময়ে উপস্থিত হইল. সীতা এতাবৎ বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না, লব কুশ ও প্রতিবন্ধকতা ভয়ে কিছু বলে নাই। লব কুশ প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া তপোবন রক্ষার্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, নির্ভয় অন্তর, তপোবনের ভিতরে লব কুশের ভয়ে হিংস্রক জন্তু ও দুর্ব্বল সত্বের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না, অতিশয় প্রভাববান্ উদার চরিত মহা-তেজস্বী কার সাধ্য তপোবনে অবিনয় প্রকাশ করে। অপ-রেদ্যুঃ সোদর যুগল তপোবন রক্ষাকরিতে যাই বলিয়া জননীর স্থানে বিদায় লইয়া প্রয়তাশ্ব সন্নিহিত সমরস্থলীতে শনৈঃ২ প্রস্থিত হইল।

ঋষিকুমার, লব কুশকে আমি কিছু তাদৃশ বাণ শিক্ষা দিই নাই, কেবল তপোরণ্যের অনিষ্ট বিঘাতক, এবং আত্ম শরীর রক্ষার উপধায়ক যে গুলিন লোকতঃ অনিশ প্রয়ো-জনীয় তাহাই উপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ অল্প শিক্ষাও তাহাদের জগতীত্রয়ের অভিভব কারিণী হইয়াছিল। পর দিন. ভরত শত্রুঘ্ন লক্ষণের সহিত কটুকর্কশাদি বিবাদ সূচক বাদবিতণ্ডায় তুমুল সংগ্রামানল প্রদীপিত হইল, লব কুশের অন্যান্য সৈন্য সামন্ত ছিল, না তথাপি শারীরিক তেজোবিশেষ দ্বারা বোধ হইতে লাগিল যেন কোটিশঃ মহারথি পরিবৃত হইয়া বিগ্রহ করিতেছে। প্রতিপক্ষেরা মূর্ত্তিমান বজ্রেরন্যায় অনুমান করিতে লাগিল।

লক্ষণবীর লোকাতিগ সাংযুগীন হইলেও অসাধারণ বাণ শিক্ষার নৈপুণ্য বিস্তার করিলেও প্রস্তর গিরিতে

লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ যেমন বিফল হয় তাদৃশ শরসংঘাত প্রয়োগ অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল, বহ্বায়াশের সাফল্য হওয়া এবং সাংগ্রামিকী, কীর্ত্তি লাভ করা বিষয়ে হতাশ হইলেন, শিশু যুগলের বাণ প্রয়োগ প্রতি সংহারের দাক্ষিণ্য শরব্যের পাটব্য এবং দৈহিক সামর্থ সন্দর্শনে চিত্রার্পিতাবস্থের ন্যায় কপোলফলকে ধনুঃকাণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক রথস্থ দণ্ডায়মান রহিলেন বলিলেন, অহে বালক যুগল, তোমারা কে, তোমাদের শিশু শরীরে শরত্যাগ করিতে আমার সমূহমোহ ও দয়া উপস্থিত হইতেছে, বাণ প্রয়োগ করণ সময়ে বোধ হয় যেন পুত্রহত্যা করিলাম, অমনি শায়ক প্রতিসংহার করিতেছি। অহে ও বাপু দুইটি তোমারা আত্ম পরিচয় আমার নিকট প্রদান কর, আমার অব্যর্থ বিশিখ কিছুতেই কুণ্ঠ নহে, আমার জন্য প্রতিহত শরাস্ত্র কখন অলক্ষ্য গমন করেনা, তোমারা অনায়াস বধ্য হইলেও আমার তাবৎ যত্ন বিফল হইতেছে, অহে ও বাপু যুগল, তোমারদের সহিত আমার জন্মান্তরীণ কোন সম্পর্ক থাকিবেক অথবা ঐহিক আত্মীয়তা আছে, আমার বোধ হয়। আমার প্রাণ আত্মীয় বন্ধুজন [illegible] তুমি আমার প্রাণ সংহার করিলেও মৎকর্ত্তৃক প্রহিত শর তোমারদের দুইজনকে কখনই ব্যামোহ দিবে না, অহে ও অবোধ শিশু, এমত স্থলে বীর পুরুষেরা কদাপি সামরিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, তোমারা দুইটি নিরস্ত্র শর পাতঃপ্রতিপাল্য বিগ্রহ শাস্ত্র সমগ্র বর্জিত নহ, তোমাদের সহিত কি প্রকারে কোন্ প্রাণে সমুগ্রবল প্রকাশ করিতে সাহসী হইতে পারি। আর বলি শুন, সমবল সমসাহস সমান প্রতাপির সহিত যুদ্ধই বিধেয়ও বিচার সিদ্ধ, অসমান জন সঙ্গে যুদ্ধে যশোধর্ম্ম লাভ দূরে থাকুক বরং অকীর্ত্তি ও অধর্ম্ম হয়, প্রত্যক্ষ দেখ, রাহু কখনই অপূর্ণ বিধুকে গ্রাস করে না,

সিংহ করিযূথের সহিতই বিক্রম প্রকাশ করে, এবং মেঘ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি প্রদান করে। তোমারা নিতান্ত শিশু, তোমাদের অদ্যাপি তাদৃশী বিচার বুদ্ধি জন্মে নাই, সংগ্রামে তোমারদের প্রাণ বধ করিলে আমার লোকাতিগ অযশ ও অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা, অতএব আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমাকে সুখী কর, নিতান্ত বালক স্বভাবের বশংবদ হইও না।

লবকুশ লক্ষণের কথায় কিছুমাত্র উত্তর দিলনা বলিল, আমারা দুই ভাই থাকিতে দিগ্বিজয়ী হইতে দিবনা, বিশেষতঃ তোমারদের রাজা দিগ্দিগ বিজয়ী হইয়াছে তাহাকে পরাজয় করিতে পারিলে আমারা দিগ্বিজয়ী হইতে পারি, আমাদের আর নানা দিগ্ পরিভ্রমণ করিয়া জয়শব্দ লাভ করিবার আবশ্যক কি, তোমাদের রাজাকে জয় করিয়া আমারা আশৈশব পর্য্যন্ত দিগ্বিজয়ী বলিয়া ত্রিলোকে প্রতিষ্ঠিত হই, এবং সংগ্রাম সময়ে আত্ম আত্ম পরিচয় প্রদান বিফল, সমরে কুশলী হইলেই পরিচয় দেওয়া হইল, কেকোথায় পৈতৃক পরিচয় দিয়া বীরাগ্রগণ্য হইয়াছে, সংগ্রাম করিয়া পরাজিত যে হইবে সেই অবীর পুরুষ, অন্যান্য কথায় ও পরিচয়ে কি প্রয়োজন। লক্ষণ বালক দ্বয়ের মর্ম্ম ও অভিপ্রায় বিদিত হইতে পারিলেন না, অগত্যা সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কোদণ্ডে জ্যারোপণ করিয়া নানা প্রকারে ভয়প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন, একটি বাণও লবকুশের গাত্রে নিঃক্ষেপ করিলেন না, অন্তরে এই কল্পনা সমুদিতা হইতে লাগিল, যে শিশু যুগল ঘটিত কোন মহান কারণ থাকিবেক, সহসা ইহাদিগকে সংহার করা উচিত হয় না সংপ্রতি ইহাদের বাণাহত হইয়া আরোপিত মূর্চ্ছিতের ন্যায় বিচেতন হই, মহারাজ আসিয়া ইহাদের সহিত কি প্রকার ব্যবহার

করেন, আমার অনুমান হইতেছে, এই দুইটি মহাদেবীর পুত্র, নচেৎ আমার চিত্ত এতাদৃশ সন্দিহান কেন হইবে। অনন্তর সৌমিত্রেয় কুশ লবের শরাহত হইয়া কথিঞ্চিৎ বিচেতন প্রায় হইয়া সমর শয্যায় শয়ন করিলেন।

সৈন্য সামন্তেরা হা, হতোস্মি বলিয়া রণস্থল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, পরে শ্রীরাম শুনিলেন, লক্ষ্মণ সংযুগে মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু নিতান্ত শোকাকুল হইলেন না, বালক দ্বয় কর্ত্তৃক এই ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, উহারই কারণ অনুসন্ধান করত সমরোচিত সুসজ্জিত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া বিগ্রহ স্থলীতে সমুপস্থিত হই-লেন। লব কুশের আকৃতি প্রকৃতি শৌর্য্য বৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি রূপ লাবণ্য মাধুর্য্য এবং কায়িক সৌকুমার্য্য সন্দর্শনে সচ-কিত হইয়া কহিতে লাগিলেন অরে শিশুবীরযুগল তোমারা কে তোমারদের পিতার নাম কি বল দেখি।

লবকুশ অন্যান্যকে অবলোকন করিয়া কহিল, আমা-দের পিতা মহর্ষি বাল্মীকি।

রাম। মহর্ষি বাল্মীকি সংপ্রতি কোথায়, আশ্রমে আছেন কি কোন অনুষ্ঠানে ব্রত আছেন।

লব। না তিনি সশিষ্য তীর্থ ভ্রমণে প্রস্থিত হইয়া-ছেন।

রাম। ভাল মহর্ষিতোমাদের পিতৃত্ব পদে কি প্রকারে নিযুক্ত হইয়াছেন, তোমারা তাঁহার সক্ষেত্র সমুদ্ভব কি না।

লব। আমাদের তাদৃশ শিক্ষিত বুদ্ধি নহে আমারা পিতৃত্ব আদির উত্তরদিতে ইচ্ছা করি না সংপ্রতি উপস্থিত কার্য্য সাধনে উদ্যুক্ত হও।

রাম। না বাপু তোমারা কোন কুলোৎপন্ন কাহার পুত্র আদৌ জানা কর্ত্তব্য পশ্চাৎ যুদ্ধ।

লব। কুলের কথায় কায কি, বংশোৎপন্ন বীর পুরুষ বিশেষকে পরাজয় করিয়া দিগ্‌বিজয়ী হইবে এমত কথা ঘোটক শিরঃপত্রে ত লিখিত হয় নাই।

রাম। সত্য বটে কিন্তু তোমারা শিশু, যুদ্ধ যোগ্য পাত্র নহ, তোমাদিগকে সংগ্রামে বধ করিলে আমার দিগ্‌বিজয়ী নাম দূরে থাকুক বরং অযশ হইবার সম্ভাবনা।

লব। কি বলিলে বধ করিবে, আইস দেখি কে কাহাকে বধ করে একি রাবণ পেয়েছ, তাহার মৃত্যুশর একটা বানর দ্বারা চুরি করিয়া আনিয়া অনায়াসে বধ করিবে।

রাম। রাবণের কথা কোথায় শুনিয়াছ।

লব। রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি প্রমুখাৎ।

রাম। রামায়ণ কত দূর অধ্যয়ন করিয়াছ।

লব। সীতার বনবাস পর্য্যন্ত।

রাম। তাহার পর মহর্ষি তোমাদিগকে অধ্যয়ন কেন করান নাই।

লব। সীতার বনবাস বৃত্তান্ত মহর্ষি সাতিশয় প্রযত্ন সহকারে রচনা করিয়াছেন, এবং সংপ্রতি সেই বৃত্তান্ত যাহাতে সুগুপ্ত থাকে এমত তাহার ইচ্ছা, এজন্য আমাদের অধ্যয়ন করা হয় নাই।

রাম। সীতা তোমাদের কে হন, তোমারা তাঁহাকে চেন কি না।

লব। না তাহাকে চিনি না, লক্ষ্মণ পূর্ণগর্ভা সীতাকে বনে ফেলিয়া গেলেন সীতা উচ্চৈঃস্বরে অস-হায়িনী হইয়া বন মধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন, আমারা মহর্ষির সন্নিধানে এই

নাই, অথচ পাপবহ, এইজন্য স্বয়ংই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমিই বা কোন প্রাণে কি প্রকারে সংযুগে শিশু বধ করিতে পারি, বিশেষতঃ এই দুইটিকে সংহার করিয়া অনুজ বর্গকে যদি পাইতাম তাহা হইলে ক্ষতি ছিলনা। যেখানে শিশু বধ জন্য পাপ ও ভ্রাতৃ বিয়োগ জন্য শোক এই উভয় কর্ম্মের ফল ভাগীহইতে হইল, সেখানে আমার এ দেহের কি প্রয়োজন এবং বাটী প্রত্যাগত হইলে যখন জননীগণ আমাকে ভ্রাতৃবর্গের কুশল প্রশ্ন শুধাইবেন তখন আমি কি বলিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দিব, অতএব আমার ও এদেহ লীলা সম্বরণের এই সময়, শিশু যুদ্ধে শীঘ্র বিগতাসু হইয়া সোদর বর্গের অনুগমন করি, এবং প্রকার আলোচনা করিয়া লব কুশের সহিত শ্রীরামের মহতী সংগ্রাম প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইল, পরস্পরের ধনুষ্টঙ্কার ও হুহুঙ্কারে তপোবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, প্রত্যাসন্নবর্ত্তী মৃগযুগ্ম সচকিত ও ভীত হইয়া স্বস্বস্থান হইতে পলায়ন করিল, নিকটস্থ তাপস ঋষিগণ বাণপাত ভয়ে আপন আপন আশ্রম হইতে নিঃসৃত হইল, যে তপোবন শান্তরসে পরিপূর্ণ, তাহাতে মহান নির্দ্দয়ের কর্ম্ম যে সংগ্রাম ব্যাপার তাহার আবির্ভাব, কি বিপদ্ কে হে, ব্যাপার কি, মহর্ষি বাল্মীকি নাই কেই বা এই বিবাদ ভঞ্জন করে, তাইত অতি তীক্ষ্ণ ও সশোণিত বাণাগ্রভাগ সকল বাণে বাণে ছিন্ন হইয়া পতিত হইতেছে, ঐ দেখ কুসুমিত তরু নিকরের নবপল্লবে সুশোভিত শাখা উপশাখা এবং প্রত্যুপ শাখা সকল বিগত প্রভা হইতেছে, তাইত, আশ্রমে অবস্থান করা যে দুষ্কর দেখিতেছি, দুর হউক চল এস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাই। নিত্য নিত্য এই প্রকার বিরোধ কতই বা সাবধান সাবধান করিয়া বেড়াইব, এই প্রকার খিদ্যমান হইয়া তাপসগণ স্বস্ব আশ্রম ত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল।

উভয় পক্ষেরই বাণ শিক্ষার বিশেষ নিপুণতা কেহ কাহার গাত্রে একটিও বাণ বিদ্ধ করিতে পারিল না শ্রীরাম লব কুশকে লক্ষ্য করিয়া একটি বিশিখ ত্যাগ করিলেন না, কেবল বাণ প্রয়োগের কৌশল ও দাক্ষিণ্য দর্শাইতে লাগিলেন, আপনিই অগ্নি অস্ত্র নিঃক্ষেপ করেন বরুণাস্ত্র দ্বারা পরক্ষণে তাহার শমতা করেন নাগপাশ ত্যাগ করিয়া গারুড় অস্ত্র দ্বারা তাহার সংহার করেন ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অঙ্কুশাস্ত্র তৎ প্রতিরোধক বাণ দ্বারা এই প্রকার স্বপ্রহিত আয়ুধ স্বয়ংই উপসংহার করিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রকে যেমত শিক্ষাপ্রদান করে তদ্রূপ শ্রীরাম লব কুশের এক প্রকার যুদ্ধ বিদ্যার যেন নবোপদেশক হইলেন। অনন্তর ইচ্ছাপরবশ হইয়া স্বয়ংই সংযুগস্থলীতে শয়িত হন।

লব কুশ জয় শব্দ পূর্ব্বক শ্রীরামের নূপুর কিরীটাদি সর্ব্বালঙ্কার গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া হনুর লাঙ্গূল আক্রমণ করত শনৈঃ শনৈঃ আশ্রমাভিমুখী চলিল, সীতা সুতযুগলের অদর্শনে সমুৎসুকা ছিলেন, সুদূর হইতে দর্শন মাত্র হৃষ্টা হইলেন। দাদা তুমি হনুর লেজ ধরিয়া টানিয়া আন, জননী আমাদের অনবলোকনে উৎকণ্ঠিতা আছেন, আমি অগ্রেগিয়া সমাচার দিই। এই বলিয়া সীতার নিকটস্থ হইয়া বলিল, মা, কএক দিবস হইল আমারা এক রাজার যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া ছিলাম।

সীতা। সে কি তোরা ছেলে মানুষ কেমন করিয়া
ঘোড়া ধরিলি শীঘ্র যাও ছাড়িয়া দাও।
কি জানি কোন রাজার ঘোটক, কি বলিবে
কি বিবাদ হইবে।

লব। না মা, বিবাদ যা হবার তাহা হইয়া গিয়াছে।

সীতা। তারপর তার পর।

লব। সে রাজার সহিত আমাদের ঘোরতর যুদ্ধ হই- য়াছিল, অদ্য সেই রাজাকে বিনাশ করিয়া তাহার অলঙ্কার পরিচ্ছদাদি নানা দ্রব্য সামগ্রী আনিয়াছি, মা তুমিত কখন বানর দেখ নাই এজন্য একটা বানর ধরিয়া আনিয়াছি, মা, দেখিলে তোমার অত্যন্ত আনন্দ হইবে ঐ দেখ দাদা বানরটাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন, গহনাপত্র আমার এই কৌপীনে নিবদ্ধ আছে মা, একটুক সত্বর হইয়া আইস, বানরটা অত্যন্ত ভারি তিনজনে ধরাধরি করিয়া শীঘ্র আশ্রমে আনি। মা, বানরটা সে রাজার সৈন্য বড় সাধু নিরহ ভাল, আমারা এত মারি এত টানাটানি করি তবু আমাদি- গকে কিছুই বলে নাই এতক্ষণ বাঁচিয়াছিল, এই মাত্তর মরিয়াগেল, মা, যে রাজাকে আমারা মারিয়াছি তাহার যে শ্রী গো আমারা এক মুখে বলিতে পারিনা গায়ের রং ঠিক আমাদের গাত্র বর্ণের অনুকারী। মা, সে রাজা আমাদের পরিচয় চাহিল আমারা বলিলাম আমাদের পিতা বাল্মীকি এবং আমাদের নাম লব কুশ ইহাও বলিলাম, পরে আমারা পরিচয় চাহিলে সে রাজা বলিল আমি অধি- রাজ দশরথের পুত্র আমার নাম শ্রীরামচন্দ্র বর্ম্মা।

সীতা পতির নাম বহু দিবসাবধি শ্রবণ করেন নাই, রাম নাম কুশের মুখে উদ্ভাবিত হওয়াতে প্রথমতঃ অপার, আনন্দিতা হইলেন, বধ বৃত্তান্ত সাধ্বীর মর্ম্ম বীদীর্ণ করিতে

লাগিল। হা, পুত্র কি করিয়াছিস্ হা, পুত্র পিতৃ পিতৃব্যদ্বি-গকে সংহার করিয়াছিস্ হা, কি হইল হা, কি হইল, বলিয়া বাষ্পাকুললোচনে হনুমানের নিকট বর্ত্তিনী হইয়া দেখিলেন হনু নিস্পন্দও চৈতন্য শূন্য হইয়াছে, হা, লব, তোর জ্যেষ্ঠ সোদরের এমত অবস্থা করিয়াছিন্ হা, প্রিয়, পুত্র হনু বীর-বর দশাননের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া শিশু যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছ। হা, মহাপাতকিন্ লব কুশ লোকাতিগ অধর্ম্ম করিয়াছিস্, হায় হায় বলিতে বলিতে সমর-স্থলীতে সমায়াত হইলেন, দেখিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন ও মহা মহা বীরগণ রক্তাক্ত কলেবর, কেহ সঙ্কতনা-সিক, কেহ ছিন্ন পদ, কেহ বিগতবাহু, কেহ উচ্ছন্ন নয়ন কেহবা ভিন্নগ্রীব কেহ বিদারিতবক্ষঃ কেহবা আসন্ন বিগতাসু, কেহবা বিমর্দ্দিত দেহ যাতনায় অস্থির হইতেছে। পতি-প্রাণা সীতা বিগতাসু পতির চরণ কমল মস্তকে ধারণ করিয়া প্রথমতঃ নিমিলিতাক্ষী হইলেন অনন্তর সুদুঃসহনব-বৈধব্যদশার বশবর্ত্তিনী হইয়া নয়ন সলিলে সমরস্থল আপ্লাবিত করিতে লাগিলেন।

লব কুশের শরপ্রহারে শ্রীরামের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধির ধারা বিনির্গত হইতেছিল, সীতার নয়নবারি প্রবাহে মিলিত হইয়া ঐ শোণিতৌঘে রণস্থল সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। পতিপ্রাণা পতিবিরহবেদনায় যেমত বিধুরা ছিলেন, আদৌ তাহারি যাতনায় দুঃসহ তাপিতা, পুনর্ব্বার বৈধব্য যন্ত্রণার বশগা হইয়া অন্তর বাক পথাতীত ব্যথিত হইল। অতি মৃদুতর প্রাণে তাদৃশ ক্লেশ সহ্য হইবে কেন, সাধ্বী ক্ষণকাল রোদন করিয়া মূর্চ্ছারূপ প্রাণপ্রিয়তমসখীর শরণাপন্না হইলেন। লব কুশ জননীর তাদৃশী দশা বীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল অনন্তর লব কুশের ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে চেতন প্রাপ্ত হইয়া হাহাকার

করত উন্মত্তার ন্যায় আলুলায়িত কেশা অথচ ধূলি ধূষরিত স্তনী হইয়া ধরণী তনয়া ধরণী পতি পতির গুণ গ্রামাদি ক্রিয়া কলাপ উদ্ভাবন করত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। পতির পূর্ব্ব কৃত দুর্ব্যবহার কিছুই স্মরণে আইল না, হা, প্রাণবল্লভ, হা, সীতা জীবিত সর্ব্বস্ব, কোথায় গেলে, হা, নাথ আমাকে বনচারিণী করিয়া অন্যার হইয়াছিলে, আমি তোমায় পুনর্দ্দর্শন আশাও করি নাই, হায়২ পরের হইয়াও জীবিত রহিলে না, হায়, আমার জীবন কি তোমার জীবন প্রয়াণ দেখিবার নিমিত্ত বনে দুঃসহ যাতনা সহ্য করিয়াও এতকাল জীবিত ছিল, হা, পাপিষ্ঠ প্রাণ, প্রাণপ্রিয় দেহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন তুমি এখন দেহে রহিয়াছ এখন সহগমন কর নাই। হা, প্রিয় সমধিক সৌন্দর্য্যের আধার অক্লিষ্ট কান্তি বিশিষ্ট সে মোহিনী মূর্ত্তি তোমার কোথায় বহুকাল নয়ন গোচর না হইলেও যে মাধুরি আমার হৃদয় হইতে নির্গত হয় নাই। হা, বিধাতঃ তুমি কি না করিতে পার, যাহার বাণে ত্রিলোক প্রথিত বীর্য্য দশানন নিহত হইয়াছে সে ব্যক্তি শিশু যুদ্ধে এমত অবস্থান্বিত হইল। দূর হউক বিলাপ করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা আর উচিত হয় না অবিলম্বিত অনুগমন করি, না জানি প্রিয় একাকী কত ক্লেশই পাইতেছেন।

ঋষিকুমার, সীতা এতাদৃশীদশার বশবর্ত্তিনী হইয়া কোন বিশেষ বিলাপ করিলেন না তনু ত্যাগেই স্থির নিশ্চয়া হইলেন, বলিলেন, অরে পিতৃ ঘাতকিন্ লব কুশ শীঘ্র অগ্নিকুণ্ড সসজ্জ কর, অনেক ক্ষণ হইল আর আমি অসহ্য বৈধব্য যাতনা সহ্য করিতে পারি না। অবোধ শিশু স্বভাব লব কুশ অগ্নিকুণ্ড করিলে মায়ের দুঃখ দূর হইবে, এই আশয়ে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাসন্ন ভাগীরথীতীরে পর্ব্বতাকার তৃণকাষ্ঠ সঞ্চয় করিল। পতির জীবনার্দ্ধভাগিনী সীতা প্রণয় ব্রতের

ত্যাগে ঐ প্রকার ব্যবসিত হইয়াছে ইহা বিশিষ্ট রূপে উপলব্ধি হইতে লাগিল, তিনের রোদন ধ্বনি আমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে মন্দ মন্দ গমন ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে চলিলাম. দেখিলাম সপুত্রা সীতা চিতা পরিভ্রমণ করিতেছে।

অনন্তর দৌড়িয়া যাইয়া তিন জনকে আবদ্ধ করিলাম, শুধাইলাম ব্যাপার কি, লব কুশ আমাকে দেখিয়া চরণ ধারণ পূর্ব্বক ভূমিসাৎ হইল, সীতা যুদ্ধ ও পতির প্রাণান্ত প্রভৃতি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। আমি শুনিবা মাত্র অতিমাত্র ত্রস্ত হইয়া রণ ভূমিতে গমন করিয়া মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে তাবৎকে জীবন দান করিলাম, সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সমরশয্যা হইতে উঠিয়া পলায়ন পরবশ হইতে লাগিল. এবং সচকিত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যবীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সমুদ্বিগ্ন হইল, আমি তৎক্ষণাৎ অভয় বাক্‌দান দ্বারা ভয়ভঞ্জন করিলাম, শ্রীরাম আমার পদতলে পতিত অনাময় প্রশ্ন সহকারে কুশল বার্ত্তা সমাপনান্তে বলিলেন। মহর্ষে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করুন আমারা যে দুইটি শিশু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছি সে সন্তান যুগল কাহার. উহাদের মুখ বদনেন্দু বিলোকন করিয়া চির দুঃখিনী সীতাই অনুক্ষণ আমার চিত্ত পথে প্রতীয়মানা হইতেছে, তপোধন আমার মন নিরতিশয় ঔৎসুক হইয়াছে। সত্য সুধাসিক্ত বচনে এজনের সন্দেহ ছেদন করুন।

তপস্বিপুত্র,আমি রামচন্দ্রকে তৎকালীন বিশেষ পরিচয় দিলাম না. বলিলাম আপনি যাউন, অশ্ব লইয়া যজ্ঞ সমাপন করুন, ভবাদৃশ জনের পরাভব ভবাদৃশই অন্যত্র সম্ভবেনা, এ অতি শুভপরাজয় আপনি সমধিক শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে যে যজ্ঞ করিয়াছেন তাহার পুণ্যের ফল,

শীঘ্র প্রত্যাগত হইয়া শুভ যজ্ঞ সমাপন করুন, পশ্চাৎ আমি মূর্ত্তিমান শুভফল আপনার করে সমর্পণ করিতে যাইতেছি। শ্রীরাম তথাস্তু বলিয়া গমন করিলেন। আমি সীতাকে রামের জীবনদান বৃত্তান্ত কহিয়া লব কুশকে লইয়া কিয়দ্দিন বিলম্বে অযোধ্যায় প্রস্থিত হইলাম, সীতা আশ্রমে রহিলেন। মহা যজ্ঞ সমারোহ, অপরিসীম লোক যাত্রা, কেইবা কাহাকে সম্ভাষণা করে, বিপ্রমণ্ডলীর জয় শব্দে দীন অনাথজনগণের ভিক্ষা ধ্বনিতে তুমুল কোলাহলময়, যাজ্ঞিক ঘৃতাহুতির গন্ধ বায়ুবহন করত দিগ্দেশ পবিত্র করিতেছে, চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ দ্রব্য সামগ্রী প্রচুরীকৃত হইয়াছে, দাও, খাও নাও খাও, বই আর কিছুই শুনা যায় না। লব কুশ রামায়ণ অভিনয় করিতে করিতে আমার পুরোবর্ত্তী হইল, আমি পথদর্শাইতে পথদর্শাইতে নগরাভিমুখী চলিলাম, মনোহারিণীগীতি, তাহাতে রাম চরিতামৃতসিক্ত, কিন্নর সমগায়ক লব কুশ, তানলয় বিশুদ্ধ সুমধুর আলাপে স্বরাভিনয় হইতেছে, স্বর্ণ নূপুরের মনোহর ধ্বনি, তালে তালে চরণ বিন্যাস্ত হইতেছে, তাহার উপর আমার বীণা ধ্বনি, সীতা নানা বনফুলে অলকা তিলকাদির যথাস্থান বিন্যাস পূর্ব্বক লব কুশকে সাজাইয়া দিয়াছেন, সুস্বর শ্রবণে লব কুশের নৃত্য ও রূপৌদার্য্য মাধুরি দর্শনে শাকেত নগর বিমোহিত হইল।

লব কুশের সংগীত শ্রবণে পুরবাসিজনগণের অশ্রুপ্রপাতে রাজপথ অভিষিক্ত হইলে সৌধস্থিত গবাক্ষে রমণীগণের মুখমণ্ডল নিহিত হইলে, এবং বৃদ্ধা বৃদ্ধা সীমন্তিনীগণের বদন কমল হইতে মঙ্গল ধ্বনি উদীরিত হইলে, ক্রমে রাজ পুরবরের অদূরবর্ত্তী হইলাম, শ্রীরাম, আমার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বশিষ্ট দেবের সহিত প্রত্যুদ্গত হইতে আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিলেন না।

যথোচিত গৌরব ও সমাদর করিয়া পাদ্যার্ঘ্যাসন দান দ্বারা অর্হার্হ সিংহাসনে বসাইলেন, আপনি পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন, প্রাকৃতিক যাহারা বিনয়ী তাহাদের অবশ কোথায়, রামের বিনয় দর্শনে আমি সাধুবাদ করিতে আর ত্রুটি করিলাম না। আমার আসনার্দ্ধে বসাইয়া সমধিক আশীর্ব্বাদে পরি তুষ্ট করিলাম। লব কুশ রাম চরিত্রগান করিতে লাগিল, পরিষদ্বর্গ অনিমেষ লোচনে লব কুশের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সাফল্য অনুভব করিতে লাগিল। মহর্ষিগণ রামচরিত শ্রবণে আনন্দাশ্রু সম্পাত সহকারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল, নগরবাসিস্ত পুরবাসিগণ একবার শ্রীরামের গাত্রবীক্ষণ করে, এক-বার লব কুশের শরীর দর্শন করে কিছুমাত্র কায়িক রূপ লাবণ্যের বিষম্বাদী নয় সীতার পুত্রই সকলে অনুমান করিল। প্রাসাদ পৃষ্ঠে সৌধশিখরে দণ্ডায়মান পুরকামিনীগণ লব কুশের মাধুরি সুধা নয়ন পুটাঞ্জলি দ্বারা যেন পান করিতেই লাগিল। বোধ হয় যজ্ঞরূপ ভগবান শ্রীরামের শ্রদ্ধা ভক্তি দর্শনে বাধিত হইয়া এক রূপে নয়নের পরিতৃপ্তি হইবে কিনা, এজন্য যুগল রূপ ধারণ করিয়া রামকে পুর-স্কৃত্রিয়া করিবার জন্যই যেন প্রত্যাগত হইলেন। সুপ্তমীন হ্রদের ন্যায় সমাজ সুস্থির হইয়া রহিল।

অনন্তর লব কুশের পরিচয় দিয়া শ্রীরামের হস্তে সম-র্পণ করিলাম আহ্লাদের আর সীমা রহিল না, রাম পুত্র যুগলের শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে লাগি-লেন। অবরোধে মঙ্গল ধ্বনি হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃপুত্র দ্বয়কে আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক উৎসঙ্গ বর্ত্তী করিতে লাগিলেন। রাজপরিচারিণীরা লব কুশের মুখ চুম্বন করত যজ্ঞশালা হইতে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। ক্ষণকাল বিলম্বে শ্রীরাম সীতাকে পরিগ্রহের অভিপ্রায়

ব্যক্ত করিলেন, সুমন্ত ও লক্ষণ তৎক্ষণাৎ রথ সুসজ্জিত করিয়া সম্মুখে আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরে বশিষ্ট প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের অভিপ্রায়ানুসারে রাম সীতাকে আনয়নের অনুমতি প্রদান করিলেন। সুমন্ত নিমেষ মধ্যে বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হইল। পাছে আশ্রমের কোন প্রকার উপোদ্ঘাত জন্মে এজন্য দূরে স্যন্দন সংস্থাপন করিয়া ক্রমে আশ্রমের নিকটস্থ হইলেন। লক্ষণ শনৈঃ শনৈঃ কুটির দ্বারবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন সতী সমাধিতে নিযুক্তা রহিয়াছেন, বদ্ধপদ্মাসনা, নিমিলিতাক্ষী বল্কল পরিধানা, রুক্ষকেশী পাতিব্রত্যপ্রভাবে শালিনী হঠাৎ দৃষ্টিপাত হইলে অনুমান হয়, যেন মূর্ত্তিমতী তপস্যাই তপস্যা করিতেছেন। ক্ষণকালের পর লক্ষণ বলিলেন, দেবি প্রণাম, হই।

সীতা লক্ষণের কণ্ঠ ধ্বনি পূর্ব্বাপর বিশেষ বিদিত ছিলেন, কর্ণকুহরে স্বর সংযোগমাত্র অমনি সমাধিত্যাগ করিলেন। লক্ষণ চরণ ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি, মহারাজ আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন, মহর্ষি বাল্মীকি আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, অন্তঃপুর ও পুরবাসিগণ আপনকার দর্শন লালসায় অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। বলিতে বলিতে নয়ন জলে সীতার চরণযুগল ধৌত করিতে লাগিলেন, সীতা নৈসর্গিক দয়াবতী দেবরকে খিদ্যমান দেখিয়া আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অমনি অনুরোদন করিতে লাগিলেন অনন্তর অন্যান্য ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ উপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত শুধাইলে, সীতা উত্তর না দিতে দিতে সুমন্ত সীতার অযোধ্যাগমন ও মহারাজের আহ্বান বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিল। সীতা তবে কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া

চলিলে, আমাদের সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ কি ত্যাগ করিলে, চল আমারা সকলেই তোমার সঙ্গে যাইব, তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমরা কখনই তপোবনে ফিরিতে পারিব না, হায় হায় সীতা আমাদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া চলিলেন এই বলিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিল, লক্ষ্মণ কথঞ্চিৎ সকলকে বিনয়সংশ্লিষ্ট মধুর বচনে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, দেবি, এতদাশ্রমবাসীদিগের প্রণয় ও স্নেহ দুষ্পরিহার্য্য, মহারাজ ও মহর্ষি সাতিশয় উৎকণ্ঠিত আছেন সকলকে যথোচিত বিনীতিগর্ভ বচনে আপ্যায়িত করিয়া সত্বর করুন মাতঃ। প্রথমতঃ মহর্ষিকে, মুনি ও মুনিকন্যাগণকে প্রণাম করিলেন, পরে অমৃতাভিষিক্ত বচনে সকলকে সুস্নিগ্ধ করিয়া সীতাকে অনুমতি শিরোধারণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিলেন। স্বভাবতঃ নৈসর্গিক নিরুপম স্বভাব ও উদার চরিত্র, সহস্র কারণ থাকিলেও কখন তাহারা বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয় না সীতার অন্তরে পতির দুর্ব্যবহার কিছুই উদয় হইল না, যে বেগে সমাধিতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই অবস্থাতেই চলিলেন। অতিবেগবান্ বাজী দেখিতে দেখিতে অযোধ্যায় উপস্থিত হইল। নবক সহকার পল্লবে সুশোভিত পরিপূর্ণ কলস উৎসঙ্গে ধারণ করিয়া নাগরীগণ যথোচিত মঙ্গল ধ্বনি করিতেছে, সুমন্ত্র পরিষদগ্রে রথ সংস্থাপন করিল, লক্ষ্মণ সীতার করগ্রহণ পূর্ব্বক স্যন্দন হইতে অবতরণ করাইলেন। বোধ হইল যেন ভগবান্ যজ্ঞদেব রামের অসামান্য শ্রদ্ধায় পরিতুষ্ট হইয়া মূর্ত্তিমতী কামনাকে সর্ব্ব সমক্ষে প্রদান করিলেন। সীতা নয়নযুগল মুদিয়া শ্রীরামের অগ্রে যোড় হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনুমান হয় যেন দক্ষিণা শরীরিণী হইয়া শ্রীরামের হৃদয়গ্রে প্রার্থনা করিতেছে যদি কোন ব্রাহ্মণকে আমাকে প্রদান করিবেন; অথবা যজ্ঞ মোহিনী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া

অঞ্জলিপূরে ফল দিবার জন্যই যেন দাঁড়াইয়া রহিলেন। নয়নযুগল নিমিলিত, মুখকমল অবনত, কুচভরে ঈষন্নম্রি-তাঙ্গী, বোধ হয় কমল বন তুচ্ছ করিয়া নারায়ণের কঠোর-তর বক্ষে স্থান ক্লেশকর জানিয়া কমলা আপন পরিত্রাণের নিমিত্ত করপুটে শ্রীরামের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগি-লেন। পতি বিনাপরাধে অপমান করিলেও পতিদেবতা অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রীরা কখনই পতিভক্তি ত্যাগ করেনা এবং পতির অনুমতির প্রতীপবর্ত্তিনী হয় না ইহা সর্ব্বথাই সত্য; সীতার শীলতা ও পতিপরায়ণত্ব অসাধারণ গুণ সন্দর্শনে সভাস্থ সমস্ত লোক অবাক ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল। লবকুশ দেবীর দুই পার্শ্বে বল্কলাঞ্চল অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। বৎস, ঋষিকুমার জগতীত্রয় নিরীক্ষণীয় এমত শোভা আমার নয়ন পথে কখন পড়ে নাই। বোধ হয় যেন মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধা পুণ্য পাবন দুইটি সন্তানকে রাজেন্দ্র হস্তে সমর্পণ করিতে আসিয়াছেন, যাহাদের আকৃতি সুন্দর তাহাদের বস্ত্রালঙ্কারে কি প্রয়োজন, সাধ্বী বল্কল পরি-ধেয়া, অবিভূষণা হইলেও সুমধুর শরীর শোভায় পুত্রিবর্গের চিত্ত অধীর করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল বিলম্বে শ্রীরাম সভা মণ্ডলীর সমক্ষে সীতাকে পরীক্ষা দিতে আদেশ করেন।

ঋষিগণয়, অলোক সাধারণী সীতার পরীক্ষা, একবার সমুদ্রকূলে অনলপরীক্ষা দিয়াছিলেন. এবার কি প্রকার পরীক্ষা দেন এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে ইত্যাদি লোক-সকলগণ আসিতে লাগিলেন। দেবর্ষি মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি এবং যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর দিগপাল প্রভৃতি জাবৎ অমরবর্গ অন্তরীক্ষগত হইলেন। সীতা কি উত্তর দেন শ্রবণ আশয়ে সভাগণ উন্মুখ ও অবহিত হইল, সাধ্বী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্তর্গত ভাব কিছুই ব্যক্ত হইল না,